ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 August 2022 ■ আগরতলা ৩ আগস্ট ২০২২ ইং ■ ১৭ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস, প্রস্তুতি

স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর উপলক্ষে আগরতলায় আসাম রাইফেলস মাঠে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের প্যারেডের মহড়া শুরু। ছবি নিজস্ব।

হর ঘর তিরঙ্গ ঃ রেশন সপেও মিলবে স্বল্পমূল্যে জাতীয় পতাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত আমাদের জাতীয় পতাকা দেশের সার্বভৌমত্ব, গৌরব, রাষ্ট্রবাদী চেতনা, দেশপ্রেম আর মহান আত্মত্যাগের ঐতিহ্য। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এই জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা। দেশভক্তির এই ভাবনাকে সুদৃঢ় করতেই 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে রাজ্যব্যাপী সফল করার জন্য ত্রিপুরাবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, "হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং রাষ্ট্রবাদী চেতনাকে দেশের জনগণের মধ্যে জাগ্রত করা। দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গ দর্শনে এক নতুন চিন্তা চেতনায় দেশপ্রেম ও দেশের মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যেই জাতীয় এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা হচ্ছে আমাদের গর্ব। আমাদের দেশাত্মবোধের পরিচায়ক ও রাষ্ট্রিয় চেতনার অনুভূতি। রাষ্ট্রীয় চেতনার এই অনুভূতিকে রাজ্যবাসীর মধ্যে জাগ্রত করতে রাজ্যেও আগামী ১৩-১৫ আগস্ট হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করা হবে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ত্রিপুরার প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। তিনি জানান, এই অভিযানকে সফল করতে রাজ্যের ৮টি জেলায় ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হবে। এই ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার জাতীয় পতাকা হস্ততাঁত ও হস্তকার শিল্প দপ্তর, ভারত সরকারের নিয়োজিত সংস্থা, টিআরএলএম এবং টিইউএলএম মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকগণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শীঘ্রই ঘোষণা হচ্ছে এডিসির ভিলেজ কমিটির ভোটের নির্ঘন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। খুব শীঘ্রই ঘোষণা হবে এডিসির ভিলেজ কমিটির নির্বাচন। মঙ্গলবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন চিঠি দিয়ে ভিলেজে ভোটের নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করার বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে এডিসি এলাকার বিডিওদের ইলেকট্রোরাল রেজিস্ট্রশন অফিসার (ইআরও) হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব পি ভট্টাচার্য্যের চিঠিতে এই সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিবের চিঠিতে বলা হয়েছে ভিলেজ কমিটির নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্দেশসহ ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিডিওদের।

সংঘর্ষের ২৪ ঘন্টা পরও থমথমে চড়িলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। সোমবার চড়িলাম বাজারে কংগ্রেস ও বিজেপির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় এখনও পরিস্থিতি থমথমে হয়ে আছে। সোমবার রাতে কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে দুস্কৃতিরা হামলা করেছে বলে অভিযোগ। এদিকে, এলাকার বিধায়ক তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মন অভিযোগ করেছেন সিপিএম এবং কংগ্রেস একসাথে মিলে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা করেছে। তিনি নাম না করে কংগ্রেসের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের নেতৃত্বে এদিনের হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এদিকে, গতকালের ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

রাজ্যে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কমে ৬.৪৯ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। ত্রিপুরায় করোনার ঝড় ধীরে ধীরে গতি হারাচ্ছে। দৈনিক সংক্রমণের হার প্রতিদিন কমছে। গত ২৪ ঘন্টায় করোনার নমুনা পরীক্ষার সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়েছে। তবুও, সংক্রমিতের খোঁজ তুলনামূলক কম মিলেছে। কিন্তু, সুস্থতা লাগাতর বেড়েই চলেছে। ফলে, জনমনে স্বস্তি ফিরছে।

গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ১৭৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সেই তুলনায় ৪২৫ জন সুস্থ হয়েছেন। তাতে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত চিকিতাধীন রোগী রয়েছেন ১৪৫৭ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ৬৬ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২৬৭৭ জনকে নিয়ে মোট ২৭৪৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের দাবীতে রাজ্যজুড়ে চলছে আন্দোলন

৫৭৬ শিক্ষক পদে নিয়োগের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক স্বল্পতার দরুন পঠন পাঠন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এর মধ্যে কোথাও কোথাও স্কুল থেকে শিক্ষক বদলি করা হচ্ছে। এনিয়ে গোটা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। অভিভাবক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে স্কুলে তালা দিয়ে পথ অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করছে। এই পরিস্থিতিতে অবেশেষে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্ডার গ্রেজুয়েট টিচার এবং গ্রেজুয়েট টিচার নিয়োগের। মঙ্গলবার টিআরবিটির তরফ থেকে এই দুই ক্যাটাগরিতে মোট ৫৭৬ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপ্তি জারি করেছে।

এদিকে, জারি করা বিজ্ঞাপ্তি মোতাবেক আন্ডার গ্রেজুয়েট শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হবে ৩১৩ জন। যারা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পড়াবে। অন্যদিকে গ্রেজুয়েট টিচার পদে নিয়োগ করা হবে ২৬৩ জনকে। যারা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পড়াবে। বিজ্ঞপ্তি মেতাবেক আন্ডার গ্রেজুয়েট টিচার পদে টেট-১ পাশ করা এবং সার্টিফিকেটধারীরাও আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে গ্রেজুয়েট টিচারের জন্য টেট-২ পাশ করা এবং সার্টিফিকেটধারীরাও আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের নির্ঘন্ট অনুযায়ী দেখা গিয়েছে ১০ আগস্ট ২০২২ থেকে শুরু হচ্ছে আবদনের সময় এবং শেষ হচ্ছে ১৬ আগস্ট ২০২২। মাত্র ছয়দিনের সময় দেয়া হয়েছে আবেদনের।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে টেট উত্তীর্ণ বেকররা প্রতিনিয়ত রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে নিয়োগ করার জন্য। তারা দাবী করেছিলেন যে টেট উত্তীর্ণ সকলকে একসাথে চাকরী দেয়ার জন্য। কিন্তু, রাজ্য সরকার ধাপে ধাপে নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। এদিকে, রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেও বেশ কিছু দপ্তরে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে মঙ্গলবার।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে অর্থ দপ্তরের অন্তর্গত ডিরেক্টরেট অব অডিটে স্থির বেতনে ১২টি এল ডি সি পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে ১৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি সহকারি অধিকর্তা, ৬টি সিনিয়র ইনফরমেশন অফিসার এবং ৬টি রিপোর্টারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৪টি সহকারি অধিকর্তা এবং ৬টি সিনিয়র ইনফরমেশন অফিসারের পদ প্রোমোশনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে এবং রিপোর্টার পদে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আরও জানান, আজকের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পোস্ট মাস্টারের বিরুদ্ধে সতের লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

ডাকঘরে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া ২ আগস্ট।। বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর বিধানসভার অন্তর্গত পি আর বাড়ি থানাধীন নিহারনগরের আনন্দপুর পোস্ট অফিসে বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রতারণার অভিযোগ। কুড়ি জনেরও বেশি আমানতকারী আজ এই পোস্ট অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিল তাদের গচ্ছিত অর্থ ফিরে পেতে।

জানা যায় বিভিন্ন সময়ে এই আমানত কারীরা এই পোস্ট অফিসে আমানত জমা দিলে তাদের পাসবুকে তা উল্লেখ থাকে। কিন্তু অসাধু পোস্ট মাস্টার রাকেশ দেব এই আমানত কারীদের গচ্ছিত অর্থ কম্পিউটারে এন্ট্রি না দিয়ে নিজেই খেয়েছে বলে অভিযোগ উঠে এলো আমানত কারীদের পক্ষ থেকে। যার ফলে আমানত কারীরা তাদের অর্থ তুলতে গেলে দেখা যায় তাদের একাউন্টে কোন টাকা নেই। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আমানতকারীরা আজ নিহাননগরের আনন্দপুর পোস্ট অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিল।

প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা গিলে খেয়েছে বলে অভিযোগ পোস্টমাস্টার রাকেশ দেবের বিরুদ্ধে। আমানতকারীরা তাদের গচ্ছিত টাকা ফিরে পাওয়া এবং দুর্নীতিবাজ পোস্টমাস্টার রাকেশ দেবের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানায়।

রাখী বন্ধন উৎসব উপলক্ষে আগরতলায় একটি দোকানে বাহারী রাখী নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় দোকানি।

শিশুকন্যা পাচারকালে মহিলাকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। গোমতি জেলার অমরপুরের বাবুসাই রিয়াং শরণার্থী ক্যাম্প থেকে এক শিশু কন্যাকে অপকর্মের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্ত পাচারকারী মহিলাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে ও নারী পাচার কান্ড অব্যাহত রয়েছে।গতকাল রাতে অমরপুর বীরগঞ্জ থানাধীন বাবুসাই রিয়াং শরণার্থী ক্যাম্প থেকে শিশু কন্যা পাচারকাণ্ডে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শিশু পাচার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মচারীদের পাঁচ শতাংশ ডিএ ঘোষণা বছরে অতিরিক্ত বোঝা ৫২৩ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের জন্য সুখবর এসেছে। ত্রিপুরা সরকার ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দিয়েছে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরা।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরার আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আজ মন্ত্রিসভায় মহার্ঘ ভাতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার উন্নয়নে সরকারী কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের যথেষ্ট অবদান রেখেছে। মহার্ঘ ভাতা তাঁদের আর্থিক দিক দিয়ে উপকৃত করবে, দাবি করেন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী।তাঁর দাবি, বর্তমানে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারী ও পেনসনার্সদের ১ শতাংশ ডিএ এবং ডিআর প্রদানে রাজ্য সরকারের বছরে ১০৪.৭৬ কোটি টাকা খরচ হবে। সেই হিসেবে ৫ শতাংশ ডিএ এবং ডিআর প্রদানে রাজ্য সরকারের বছরে ৫৩২.৮০ কোটি টাকা খরচ হবে। প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে ত্রিপুরা সরকার ৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দিয়েছিল। এখন আরও ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণার ফলে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীরা মোট ৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পাবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক বান্ধব বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিগত দিনে গ্রহণ করেছে। আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন গাইডলাইন ২০২২ এর সংশোধনীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, অ্যাক্রিডিয়েটেড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইডির হানা, বঙ্গ রাজনীতি উথাল পাতাল দিল্লীতে মোদীর মুখোমুখি হচ্ছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি ঘিরে তোলপাড় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি। এখন ইডি হেফাজতে রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সাসপেন্ড তৃণমূল নেতা পার্থ। যা নিয়ে 'অস্বস্তি'তে রাজ্য সরকার। সেই আবহেই আগামী ৭ আগস্ট দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখোমুখি হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী। মূলত নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে তিনি দিল্লী যাচ্ছেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৈঠকের পৌরহিত্য করবেন। জল্পনা শুরু হয়েছে, মমতা ব্যানার্জী হয়তো প্রধানমন্ত্রীর সাথে পৃথকভাবে দেখা করবেন।

এদিকে মঙ্গলবার দিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটির সভাপতি শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অমিত শাহের সাথে বৈঠকে কি আলোচনা করেছেন তা প্রকাশ্যে না আসলেও রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন পশ্চিমবঙ্গে যে দুর্নীতি হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্রের দাবি, শুভেন্দুর নিশানায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার দিল্লিতে সংসদ ভবনের একটি ঘরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। কী নিয়ে বৈঠক, আলোচনার বিষয়বস্তু কী, এ সব নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। তবে, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েই যে আলোচনা হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রথমে জানা গিয়েছিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে শুভেন্দু ছাড়াও থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সংসদের বাদল অধিবেশন উপলক্ষে বাংলার সব বিজেপি সাংসদই এখন দিল্লিতে রয়েছেন। কিন্তু, বৈঠক শুরু হওয়ার পর দেখা গেল অমিত শাহের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

এদিকে, এসএসসি দুর্নীতি সংক্রান্ত তল্লাশি অভিযানে শহরে বেরোলো ইডির চারটি দল। সূত্রের খবর, ইডির দু'টি দল গিয়েছে শহরের উত্তরে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বটতলায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন আত্মহত্যা হত্যাকান্ড সহ অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ব্যাপক হারে ঘটে চলেছে। মঙ্গলবার রাজধানীর আগরতলা শহরের বটতলা হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজ্যে হত্যাকাণ্ড আত্মহত্যা এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়ছে। অভাব অনটন এবং রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ সহ অন্যান্য নানা কারণে এ ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরায় এ ধরনের ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সরকার ও প্রশাসন পরিস্থিতি মোকাবেলায় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় পেট্রোল পাম্পের শ্রমিকদের বিক্ষোভ, দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ আগস্ট।। দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ার বনকরঘাট নিখিল পেট্রোলিয়াম এজেন্সি শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও শ্রমিক বঞ্চনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার শ্রমিকরা প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়। শ্রমিক বিক্ষোভের ফলে যান বাহনের শ্রমিকরা দুর্ভোগের মুখে পড়েন। বিলোনিয়া বনকর ঘাট নিখিল পেট্রোলিয়াম এজেন্সির বিরুদ্ধে শ্রমিক বঞ্চনা এবং শ্রমিকদের সাথে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ থাকলেও শ্রমিকরা তা ধৈর্য ধরে চেপে চেপে রেখেছিল।

কিন্তু আজ সকালে মালিকের ব্যবহারে বিতশ্রদ্ধ হয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় শ্রমিকদের। সরাসরি শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ এবং সাংবাদিকদের ডেকে পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে মালিকের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল পেট্রোল পাম্পের কাজে নিযুক্ত থাকা মহিলা শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অভিযোগ রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে মাসে ৩০ দিন ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কাজ করলেও সন্তুষ্টি নেই মালিক প্রতীক পোদ্দারের। যদিও কাগজেপত্রে মালিক রিংকু দেবনাথ অর্থাৎ তিনি প্রতিক পোদ্দারে স্ত্রী।

কিন্তু পাম্প পরিচালনা করেন প্রতীক পোদ্দারই। শ্রমিকদের অভিযোগ সাপ্তাহে একদিন করে ছুটি দেওয়ার কথা থাকলেও ছুটি দেয় না মালিক। এছাড়াও শ্রমিকদের মধ্যে ৮ ঘন্টা করে শিফটিং ডিউটি করার কথা থাকলেও তাও মানছে না মালিক।সকলকে একসাথে সারাদিন না খেয়ে এইভাবে কাজ করতে হচ্ছে। এদিকে বেতন বৈষম্য বেতন বঞ্চনা তো রয়েছেই। বিলোনিয়ার অন্যান্য পাম্প গুলিতে শ্রমিকদের যে হারে বেতন দেওয়া হয় এখানে কিন্তু তার চাইতে অনেক কম বেতন দেওয়া হচ্ছে। তাও আবার সব সময় দিচ্ছে না। প্রচুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৩০৪ ◻ ৩ আগস্ট ২০২২ ইং ◻১৭ শ্রাবণ ◻বুধবার ◻১৪২৯ বঙ্গাব্দ

অর্থনীতি কঠিন সত্যের মুখোমুখি

এই কোভিড অতিমারি আমাদের এক নিদারুণ কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সত্যটি হইল আর্থিক অসাম্যের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি। অসাম্য তো আগেও ছিল, এখনো আছে।কিন্তু বর্তমান অসাম্যের প্রকৃতি আগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং অভূতপূর্ব। তবে একদম নতুন হয়তো বলা যায় না। এমন অসাম্যের বাড়াবাড়ি সাধারণত ঘটিয়া থাকে কোনও দুর্যোগের সময়েই। যেমন দুর্ভিক্ষে, বা রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িলে। অর্থাৎ, যখন এক ধাক্কায় বহু মানুষের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় কাজটি করে না। কিন্তু তাহার মানে এই নয় যে, এটি প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই অনিবার্য।
সরকারি তথ্য থেকে জানা গিয়াছে যে, বিগত ২০২০-২১ অর্থবর্ষে জাতীয় আয়ের সঙ্কোচন হইয়াছে ৭.৩ শতাংশ। কিছুকাল চলতি অর্থবর্ষে জাতীয় আয় ৯.৫ শতাংশ বাড়িবার সম্ভাবনা। এ দিকে দিনকয়েক আগে বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানাইয়াছে যে, তাহাদের অনুমান, এই বছরে ভারতের জাতীয় আয় বাড়বে ৮.৩ শতাংশ, যাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমান থেকে বেশ কিছুটা কম। তবু ৭.৩ শতাংশ সঙ্কোচনের পরের বছরেই ৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস থেকে স্বাভাবিক ভাবে মনে হতেই পারে যে, অর্থনীতি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সরকারি ধারাভাষ্যও এই সম্ভাব্য পুনরুত্থান ঘিরিয়া যে আশাবাদ পরিবেশন করিয়া চলিয়াছে, তাহার নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে চরম আর্থিক অসাম্যের আখ্যানটি।জাতীয় আয়কে সব ভারতবাসীর আয়ের যোগফল হিসাবে দেখিলে অসাম্যের অঙ্কটা স্পষ্ট হয়। ধরা যাক, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে জাতীয় আয় ছিল ১০০ টাকা। সেখান থেকে পরের বছর ৭.৩ শতাংশ কমিয়া হইল ৯২ টাকা ৭০ পয়সা। এ বছর সেখান থেকে যদি তা ৮.৩ শতাংশ বাড়ে, জাতীয় আয় হইবে ১০০ টাকা ৪০ পয়সা। অর্থাৎ, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে জাতীয় আয় যাহা ছিল, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে প্রায় তাহাই থাকিবে। এর মধ্যে দুইবছর কাটিয়া যাইবে। যেহেতু মুকেশ অম্বানী থেকে সরকারি বেতনভুক আধিকারিক-শিক্ষক-অধ্যাপক, এমন অনেকেরই আয় বাড়িয়াছে এবং বাড়িবে এই দুইবছরে, তাহা হইলে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, বহু মানুষের আয় কমিয়াছে এবং কমিবে। কারণ, সবার আয়ের যোগফলটা যে মোটামুটি একই থাকিতেছে।
আয়ের এই অদ্ভুত নির্মম পুনর্বণ্টন ঘটিয়া চলা, যাহা ঘটিতেছে বহু মানুষের আয় কমিয়া যাওয়া এবং অল্প কিছু মানুষের আয় ক্রমাগত বাড়িয়া যাওয়ার মধ্যে দিয়া, এটাই নতুন। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন অসাম্য অভূতপূর্ব, অন্তত যখন থেকে ভারতীয় অর্থনীতি বৃদ্ধির মুখ দেখিতেছে। আর ক্রমবর্ধমান আয় পকেটে আসা সেই ভাগ্যবানদের সৌভাগ্যের বহরও ধাক্কা দেওয়ার মতো। গত বছর সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের জমার পরিমাণ বাড়িয়াছে প্রায় ১৮৩ শতাংশ! যখন বৃদ্ধির ছিল সুসময়, তখন পাঁচ, সাত, বা কখনও আট শতাংশ বাড়িয়াছে অর্থনীতি। তখন কি তাহা হইলে সকলেরই আয় বাড়িয়াছিল? বাড়য়াছিল কমবেশি অনেকের, সকলের নয় অবশ্যই। আর অসাম্যও বাড়য়াছিল, কারণ মধ্য-উচ্চ বা অতি-উচ্চ শ্রেণির আয় যে হারে বাড়িয়াছিল, নীচের দিকে ততটা বাড়িয়াছিল না। অসাম্যের প্রচলিত সূচক অনুসারে যদি দেখা যায় যে অসাম্য বাড়িয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উচ্চবিত্তের আয় যে হারে বাড়িয়াছে, নিম্নবিত্তের বাড়িয়াছে তাহার কম হারে। তাহা হইলে অসাম্য বাড়িলেও দারিদ্রের হার ধারাবাহিক ভাবে কমিবার কথা। তবে গত বছরের হিসেব সব উল্টেপাল্টে দিয়াছে। এর জন্যে কি অতিমারিকেই পুরোপুরি দায়ী করা যায়? অতিমারি আসলে যাহি করিয়াছে, তাহি হইল সমাজ-অর্থনীতির অন্তঃস্থলে যে অসাম্যের বসত, তাহাকেই আরও গভীর ও তীব্র করিয়া দেওয়া। তাই চলতি বছরের জাতীয় উৎপাদনের পুনরুত্থান বাস্তবায়িত ইলেও এই অসাম্যকে সামান্যই কমাইতে পারিবে যদি না বৈপ্লবিক পুনর্বণ্টনের কোনও নীতি গ্রহণ করা হয়।

ফাঁসিদেওয়ায় ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

ফাঁসিদেওয়া, ২ আগস্ট (হি. স.) : দার্জিলিংয়ের ফাঁসিদেওয়ার জ্যোতিনগর এলাকায় এত ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত শম্ভু মজুমদার (৫০) ওই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। গভীর রাতে বাড়ির অদূরে ফাঁকা জায়গায় একটি গাছ থেকে গলায় দড়ি জড়ানো অবস্থায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিন ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মৃতের ছেলে অশোক মজুমদার পুলিশকে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন থেকে তাঁর বাবা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেই কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। একইসঙ্গে, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বালুচিস্তানে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার, পাক সেনার ৬ জন জওয়ানের মৃত্যু

বালুচিস্তান, ২ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানের বালুচিস্তানে ভেঙে পড়ল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার। সোমবার বিকেলের পর থেকে নিখোঁজ ছিল ওই হেলিকপ্টারটি। মঙ্গলবার পাক সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বালুচিস্তানে ভেঙে পড়েছে সেই হেলিকপ্টারটি। এই দুর্ঘটনায় পাক সেনার ৬ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। কোয়েটা থেকে করাচি অভিমুখে যাচ্ছিল হেলিকপ্টারটি। বিকেল ৫.৩০ মিনিটের পর থেকে হেলিকপ্টারটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই রওনা হয়েছিল হেলিকপ্টারটি। মঙ্গলবার পাক সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিখোঁজ থাকা হেলিকপ্টারের ৬ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে।

কোচবিহারে মৃত ১০ পুণ্যার্থীর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিল রাজ্য সরকার

শীতলকুচি, ২ আগস্ট (হি. স.) : জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার সময় গাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় কোচবিহারের ১০ পুণ্যার্থীর। তাদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার শীতলকুচির বিডিও অফিসে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে দু'লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।
রবিবার রাতে জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার পথে একটি পিকআপ ভ্যানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ১০ জন পুণ্যার্থীর। জখম হন অন্তত ১৬ জন। বৃষ্টির জল জেনারেটরের সংস্পর্শে আসায় শর্টসার্কিট থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন সকলে। এমনটাই জানিয়েছেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার। সোমবার জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে দুর্ঘটনায় জখমদের দেখতে যান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি জানান, ঘটনাটি মর্মান্তিক। রাজ্য সরকার নিহত ও আহতদের পরিবারের পাশে রয়েছে। এবং মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও জানান তিনি। সেইমতো মঙ্গলবারই মৃত ১০ পুণ্যার্থীর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিল রাজ্য সরকার। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / কাকলি

নরেনের তীব্র আলোকচ্ছটায় ঢাকা পড়ে গেছে কালিপ্রসাদের বৈদগ্ধ্য

বরুণ দাস

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাইরেও বিলে বা নরেনকে চেনেন না এমন বাঙালির সংখ্যা হাতে গুণে বলা যায়। শুধু বাঙালিই বা বলছি কেন, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষও ওই নামে একজন বীর সন্ন্যাসীকে শুধু চেনেনই না, তার সম্পর্কে শ্রদ্ধায় মাথানত করেন। কিন্তু কালিপ্রসাদ? কালিপ্রসাদকে চেনেন ক'জন বাঙালি? আসলে যতটা ব্যাপ্তি বা পরিচিতি ছড়ানো দরকার ছিল কালিপ্রসাদের- রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাইরে ততটা ব্যাপ্তি বা পরিচিতি ছড়ায়নি কালিপ্রসাদের। কিন্ত কেন এই অবাঞ্চিত অবিচার? কেন কালী মহারাজকে নিয়ে আমাদের এমন অখণ্ড অজ্ঞতা? আসলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তো পত্রপত্রিকায় লেখালেখি থেকেই কারও সম্পর্কে জানতে বা বুঝতে পারেন। কালী মহারাজের ক্ষেত্রে আমাদের সে সুযোগ কোথায়? কিছুটা ভাগ্যও বোধহয় এজন্য দায়ী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়, বিবেকানন্দ ছিলেন "সপ্তঋষিদের এক ঋষি"। একই সঙ্গে তিনি ভাগ্য নিয়েও জন্মেছিলেন। উপরন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্পর্শে প্রথম যাত্রাতেই তাঁর বিশ্বজয়। শ্রীরামকৃষদেবের পুণ্যস্পর্শ কালী মহারাজও পেয়েছিলেন। শ্রীসারদা মায়ের অপার লেনহ ভালোবাসাও ফলে খুলে গিয়েছিল তার জ্ঞানচক। তা পাণ্ডিত্য পৌঁছেছিল চুড়ান্ত পর্যায়ে। কিন্ত সুম্ভবত গুরুভাই নরেনের মতো ভাগ্য তার ঠিক সহায় ছিল না। ফলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নরেনের মতো কাঙিক্ষত প্রচার তিনি পাননি। তাকে নিয়ে বিদগ্ধ মহলে প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়নি। প্রচারের আলে থেকে তিনি অনেকটা দূরে ছিটকে যান। যোগ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হন এই যুক্তিনিষ্ঠ প্রাজ্ঞা সন্ন্যাসী।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাইরে ক'জন কলম ধরেছেন এই বিজ্ঞানমনস্ক সন্ন্যাসীটিকে নিয়ে? এ যাবৎ স্বামী বিবেকানন্দ কিম্বা লেখালেখি হয়েছে, তার একশো ভাগের একভাগও হয়নি সম্ভবত কালী মহারাজ তথা স্বামী অভেদানন্দকে নিয়ে। অথচ স্বামী বিবেকানন্দের পর এই মেধাবী ও বাগ্মী সন্ন্যাসী দীর্ঘ পচিশ বছর একটানা আমেরিকায় অবস্থান করে নিরবচ্ছিনাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও বেদান্দ দর্শনের অন্তর্নিহিত বাণী প্রচার করে গেছেন।

বেদ-বেদান্তর গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে বই লিখে গেছেন। ছাড়া তার মরণের পরে ও মৃত্যুরহস্য মিস্টি অফ লাইফ) পড়লে বোঝা যায়, পরলোক সম্পর্কে তিনি কতটা গভীরভাবে চর্চা ও চর্যা করতেন। আমেরিকা থাকাকালে তিনি ওখানকার প্রেতলোক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে প্রায় নিয়ম করে বসতেন। এ বিষয়ে প্রণীত গ্রস্থাদি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তেন। রীতিমতো বিজ্ঞান ও করতেন। ওই সময় পরলোক চর্চা নিয়ে মেতে উঠেছিলেন বিশ্বের তাবড় তাবড় বিদগ্ধ ব্যক্তিরা।

আসলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার তীব্র আলোকে যেমন অনেকটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন তীর বহুমুখী প্রতিভা ও গুণের অধিকারী নতুনদা ওরফে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠিক তেমনি বিলে বা নরেনের তথা পড়ে যান কালিগ্রসাদ ওরফে স্বামী অভেদানন্দ। খোদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও পরমহংসদেব বলেছিলেন, "ছেলেদের মধ্যে তুই বুদ্ধিমান। নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, তুইও সেরকম পারবি।"

বর্থ হয়নি পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদবের শ্রীমুখ নিঃসৃত কথা। জ্ঞান-যোগ-ভক্তি-কর্মের সাধনায় উত্তীর্ণ কালী মহারাজ ওরফে স্বামী প্রচার না পেলেও ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন গুরুর অসীম কৃপায়। বিবেকান্দের মতোই তাঁর জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছিলেন খোদ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অথচ প্রথমদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানমনস্ক কালী মহারাজের শুধু সংশয়বোধই নয়, চুড়ান্ত অবিশ্বাস ও নাস্তিকতাবোধের পরিচয় পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন তার গুরুভাইয়েরা। এমন নাস্তিক সাধু সঙ্গে থাকলে তো মুশকিল। প্রমাদ গুণলেন কালী মহারাজের গুরুভাইয়েরা। তার সংস্পর্শে যদি অন্যান্যরা সংশয়ী কিম্বা নাস্তিক হয়ে ওঠেন। না, একে তো আর বেশি প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। গুরুদেবকে ব্যাপারটা জানাতেই হয়। বেশি দেরি হলে যে ক্ষতি হয়ে যাবে। তিনি সাধু অথচ ঈশ্বর মানেন না, শাস্ত মানেন না। অথচ অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কাশীপুরের বাগান বাড়িতে সেবা করেন তিনি। পরম নিষ্ঠা ভরে। গুরুসেবায় কোনো ফাক কিম্বা ফাকি নেই। মহারাজ ভারী ভারী সব বইপত্তর পড়েন। শুধু বাংলাই নয়, সংস্কৃত, পালি, এমনকী ইংরেজি বইপত্তরও রাত জেগে ঘাঁটর্থাটি করেন। কখনও আবার পাশের ছোট্ট ঘরটিতে গভীর ধ্যানে মগ্ধ থাকেন। শাস্ত্রপাঠে নিমগহন। স্বামী আত্মবোধানন্দের কথায়, "শাস্ত্র বলতে শুধু ধর্ম, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র নয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত লুইসের দর্শনের ইতিহাস, হ্যামিলটনের দর্শন, মিল-এর তর্কশাস্ত্র। "এরই পাশাপাশি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব,ভট্টিকাব্য, শ্রীমদগবদগীতা, শিবসংহিতা, অষ্টবত্র সংহিতা, পাতগল-যোগদর্শনাদি গ্রন্থও খুব মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করেন গভীর রাত পর্যন্ত।" কৌতুহল বাড়তে থাকে তার সতীর্থদের। ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না তাদের গুরুভাইটিকে। কেউ কেউ ভাবেন, আরে ভাই, পড়াশোনাই যদি করবে তো সাধু- সন্ন্যাসী হতে আসা কেন! কলেজ- ভালো হত। রাতের দিকে গুরুদেবের পদসেবা করার ফাঁকেও তার হাতে থাকত মোটা মোটা সব বই। অধ্যয়নে শিষ্যর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখে অভিভূত স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। শিষ্য কালীকে তার কৌতুহলী প্রশ্ন, কী রে, কী বই মহারাজ কোনও ভনিতা না করেই বলেন, ইংরাজি ন্যায়শাস্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সরল জিজ্ঞাসা, "তা কী শেখায় ওতে? শিষ্যরও স্পষ্ট উত্তর, এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ সম্বন্ধে তর্ক, যুক্তি ও বিচার শেখায়। শিষ্যর উত্তর শুনে একটু হাসলেন অন্তর্ধামী পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। তারপর বললেন, "মাত্র এই। তা তুই তো দেখছি এখানে ছেলেদের মধ্যে বেশ বইপড়া ঢোকালি। তবে
কী জানিস একটা কথা, বইপড়া বিদ্যা কিছু নয়। ভগবানকে জানার জন্য বইপড়া বিদ্যার বড় একটা দরকার হয় না। বইপড়া বিদ্যার দরকার হয় অপরকে বোঝাতে গেলে। নিজের বিশ্বাস থাকে নিজের কাছে। আর পরকে বিশ্বাস করাতে লাগে যুক্তিতর্কের অস্ত্রশস্ত্র" কালী মহারাজ কী বুঝলেন জানি না, টুপ করে রইলেন।

অন্তর্দশী জানতেন, নরেনের পর তার এই প্রিয় মেধাবী শিষ্যটিই পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের দরবারে বেদান্ত দর্শনের গুঢ়তত্ত্ব প্রচারের অন্যতম মুখ হয়ে উঠবেন। তাই তিনি তীকে সেদিন বইপড়া বিদ্যায় বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহই বই পড়ার দরকার আছে। আমরা দেখেছি, স্বামী. অভেদানন্দ বিশ্বের দরবারে লোকশিক্ষকরূপে সর্বশাস্ত্র বিশারদ হয়ে দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমেরিকায় থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার কার্য চালান।

না, এ যে সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। কথায় কথায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর শাস্ত্রের মত খণ্ডন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। গুরুভাইদের সহজাত বিশ্বাসও যুক্তির কষ্টিপাথরে ফেলে নস্যাৎ করে দেন তিনি। তীর ক্ষুরধার ও অকাট্য যুক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হন সবাই। কিন্তু তারা কেউই মন থেকে মেনে নিতে পারেন না কালী মহারাজের কথা। আর চুপ করে থাকা বোধহয় ঠিক নয়। কালী মহারাজের গুরুভাইয়েরা ঠিক করলেন যে, অভিযোগ জানাবেন গুরুদেবের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে গুরুতর অভিযোগ" জানানোর সন্ন্যাসী দলের নেতৃত্ব দিলেন বুড়ো গোপাল দাদা অর্থাৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ। কী সেই "গুরুতর অভিযোগ? "কালী মহারাজ কিছুই মানে না। একেবারে নাস্তিক হয়ে গেছে প্রিয়শিষ্যদের "অভিযোগ? অভিযোগ শুনে শুধু একটু হেসেছিলেন। কোনও মন্তব্য করেননি। কারণ তিনি তো অন্তর্যামী, সবই তো তিনি জানেন।"

সনাস জীবনের আগে নরেনের মতোই কালী মহারাজও ছিলেন ঘোরতর নাস্তিক। যুক্তি ও প্রমাণের বাইরে কোনও কিছুতেই ছিল না তাঁদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস। অদ্বৈতানন্দের "অভিযোগ" শোনার পরে একদিন একা পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কালী মহারাজকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যারে কালী, তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস? কালী মহারাজ চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শিষ্যকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবারও জিজ্ঞেস করেন, "তুই স্পষ্ট উত্তর দিলেন, না শ্রীশ্রীঠাকুর সম্ভবত কপট ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, "অপর কোনও সাধুর কাছে এরকম বললে সে তোর গালে একটা চড় মারত। একটুও ঘাবড়ালেন না কালী মহারাজ। মাথা নীচু করেই বললেন, আপনিও মারুন। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, যতক্ষণ না ঈশ্বর আছেন এবং বেদ সত্য একথা ঠিক বুঝতে পারছি, ততক্ষণ আমি অন্ধ বিশ্বাস করে ওই সকল মানব কী করে? শিষ্যর স্পষ্ট জবাব শুনে তিনি অবাক। এর পরই শ্রীঠাকুরের কাছে তার আত্মসমর্পণ, আমাকে বুঝিয়ে দিন। খুলে দিন আমার জ্ঞানচক্ষু- তখন আমি সব মানব। এরপর ন্নেহময় পরমপিতার মতো পরমহংসদেবের অপার করুণা বর্ষিত হয় কালী মহারাজের জীবনে। নরেনের মতোই তিনি হয়ে ওঠেন সর্বশাস্ত্রে পারদরশী। খুলে যায় তীর জ্ঞানচক্ষু। তিনিও হয়ে ওঠেন অপ্রতিদ্বন্দী। স্বামী বিবেকানন্দের মতো অসাধারণ বাগ্মী। তার বক্তৃতা শুনে তাজ্জব বনে যান গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। বহু ধর্মীয় গ্রস্থাদি রচনার পাশাপাশি স্বামী অভেদানন্দ নিজের ত্তআত্মজীবনীও লিখেছিলেন। সেই আত্মজীবনীর পাতায় একবার চোখ বুলিয়ে নিই আমরা। "একদিন পড়িলাম। আর আমার আত্মা যেন দেহরূপ বিপুর হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যে আকাশে মুক্ত বিহজমের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। ক্রমশ তাহা উর্ধ্বে উঠিয়া অনন্তের দিকে ধাবমান হইল। তখন আমি অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এক সুন্দর সুশোভিত প্রাসাদোপম লাগিল। তখন সেই অপূর্ব দর্শনের যথার্থ কোনও মর্ম বুঝিতে না পারিয়ে আমি দ্রুতপদে পরংহংসদেবের কাছে গিয়া সেই সকল বর্ণনা করিলাম।" নিজ প্রিয়শিষ্যের মুখে সব শুনে উত্তরে কী বলেছিলেন পরংহংসদেব? জেনে নিই সরাসরি স্বামী অভেদানন্দের ওই অপূর্ব আত্মজীবনীর মূল্যবান পাতা থেকেই : তোর বৈকুঠ দর্শন হয়েছে। এবার দেবদেবী দর্শনের চরমসীমায় পৌছেছিস। তোর আর কিছু দর্শন করার বাকি নেই। এখন থেকে তুই অরূপ ও নিরাকারের ঘরে উঠলি। সাধনার ঠিক কোন ভরে পৌঁছলে এমন অবস্থা হয় সেই সাধকের, তা বুঝতে আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরও অসুবিধে হবার কথা নয়। অথচ এই অসাধারণ উচ্চকোটির সন্ন্যাসী বৈদ্য নিয়ে পত্রপত্রিকায় সেভাবে কোনো না। সম্প্রতি স্বামী আত্মবোধানন্দ তাকে নিয়ে কলম ধরেছিলেন একটি বাংলা দৈনিকে। তাই কিছুটা জানার সুযোগ হল আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের। আমাদের আশা, ভবিষ্যতে বহুল প্রচারিত দৈনিক কাগজগুলিতে, যাতে সাধারণ পাঠকও তার সম্পর্কে আরও বেশি বেশি করে জানতে পারেন। পরিশেষে বলার এই, স্বামী অভেদানন্দের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীসারদা মা ও স্বামীজির অসীম শক্তি খেলা করছে। তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক অপরাজেয় আধ্যাত্তিক শক্তির অন্যতম ধারক-বাহক। যদিও তীর সম্পর্কে আমরা অনেকেই সেভাবে জানি না। আলোচনা শেষ করি স্বামী আত্মবোধানন্দের কথা দিয়ে : ত্রিশক্তির অধিকারী স্বামী অভেদানন্দের মধ্যে তাই বিকশিত হয়ে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান শ্রীসারদা দেবীর ভক্তি এবং স্বামীজির কর্ম। একাধারে তিনি জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের মূর্ত প্রতীক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মানুষ কি আসলেই চাঁদে গিয়েছিল ?

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

১৯৬১ সাল। অসুস্থ স্নায়ুযুদ্ধের হাত ধরে শুরু হয়েছে স্পেস রেসমহাকাশ জয়ের খেলা। মহাকাশ থেকে প্রথম মানুষ হিসেবে ঘুরে এসেছেন রুশ ইউরি গ্যাগারিন। এর ছয় মাসের মাথায় প্রথম নারী হিসেবে মহাকাশ জয় করেছেন ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা। যুক্তরাষ্ট্রও বসে নেই। সমানতালে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু লাভের লাভ তেমন কিছু হয়নি। এ সময় বোমা ফাটালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। বিশ্বের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, শুধু পৃথিবীর বাইরে গিয়েই থামবে না আমেরিকা। চাঁদ জয় করবে। শুরু হলো আরেক যুদ্ধ। অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য কাজে নেমে পড়ল হাজার হাজার মানুষ। ব্যয় হলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। চাঁদে যাওয়া কি মুখের কথা? এ জন্য রকেট বানানো লাগবে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লাগবে কম্পিউটার। ভঙ্গুর দেহ নিয়ে যে নভোচারীরা যাবেন, তাঁদের আস্ত ফিরিয়ে আনার জন্য লাগবে স্পেসস্যুট।

আমাদের দেশে অষ্টম শ্রেণিতে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব পড়ানো হয়। পড়ানো হয় গতিবিদ্যার সূত্র। এই প্রাথমিক পদার্থবিজ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষ যে পৃথিবী থেকে চাঁদে গিয়ে আবার ফিরেও আসতে পারবে, সেটা কে ভাবতে পেরেছিল? সে জন্যই শেক্সপিয়ার বলেছিলেন, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। মানুষ সেটাই আবারও প্রমাণ করে ছাড়ল। আর এসব করতে সে সময় নিয়েছিল মাত্র আট বছর! ২০ জুলাই, ১৯৬৯। প্রথম মানুষ হিসেবে চাঁদের মাটিতে পা রাখলেন নীল আর্মস্ট্রং। রচিত হলো ইতিহাস। হাজার হাজার মানুষ সরাসরি সম্প্রচারে দেখছিল সেই মুহূর্তটাকে। অংশ নিচ্ছিল ইতিহাসে। সব ঠিক-ই ছিল। তারপর হুট করে প্রশ্ন উঠল। মানুষ কি আসলেই চাঁদে গেছে? নাকি সব-ই মিথ্যা? তাঁদের মতে, রাশিয়াকে স্নায়ুযুদ্ধে হারানোর জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মিথ্যাটি বানিয়েছে আমেরিকা। এই যে উদ্ভট প্রশ্ন, এর শুরুটা হয়েছিল একটি বইয়ের হাত ধরে।

১৯৭৬ সালে বিল কেইসিং নামের একজন একটি বই লিখলেন। নাম: উই নেভার ওয়েন্ট টু দ্য মুন:আমেরিকাস থার্টি বিলিয়ন ডলার সুইন্ডল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে হার আর ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি সামলাতে গিয়ে মার্কিন সরকারের তখন টালমাটাল অবস্থা। কাজেই দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়ে গেল বইটি। এই সুযোগটিই লুফে নিল ফক্স টিভি। টিআরপি বা দর্শক বাড়ানোর জন্য তারা এই প্রশ্নগুলো নিয়ে একটা শো করে ফেলল। যে প্রশ্নগুলো তারা করেছিল, সেসব প্রশ্নের উত্তর বোঝার জন্য সাধারণ পদার্থবিজ্ঞান আর একটু চিন্তাভাবনাই কেবল প্রয়োজন। কিন্তু ওসব নিয়ে কে ভাবতে চায়? পদার্থবিজ্ঞান কচলে কি আর আড্ডা জমে? আড্ডা জমাতে চাই ধুন্ধুমার সিক্রেট, আর রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। সে জন্যই গুজব টিকে যায়। থেকে যায় মানুষের মনের কোণে। কল্পনাপ্রবণ লেখকের শব্দের শিকল কিংবা চলচ্চিত্রের পর্দায় ভর করে ডালপালা মেলে। এভাবেই ২০১৯ সালে, চন্দ্র বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পরেও মানুষ প্রশ্ন করেমানুষ কি আসলেই চাঁদে গেছে? নাকি সবই মিথ্যা? ২০০২ সালের কথা। বার্ট সিব্রেল নামের এক কন্সপিরেসি চলচ্চিত্রকার বাজ অলড্রিনকে ঠিক এই প্রশ্নগুলোই করেছিলেন। খেপে গিয়ে বাজ তাঁকে ঘুষি মেরে বসেন। জীবন বাজি রেখে সুদূর চাঁদ থেকে ঘুরে আসার পরে এমন উদ্ভট প্রশ্ন শুনলে রাগ সামলানো হয়তো আসলেই কঠিন! তবে, আমরা সেই ঘুষাঘুষিতে যাব না। বরং বিজ্ঞানের চোখে তলিয়ে দেখব প্রশ্নগুলোকে। চলুন, শুরু করা যাক! সবার পরিচিত একটি প্রশ্ন দিয়েই শুরু করা যাক। চাঁদে তো বাতাস নেই, তাহলে চাঁদে আমেরিকার পতাকাটি নড়ছিল কেন? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের খুবই বেসিক একটি জিনিস কেবল জানতে হবে। জড়তা। হিউস্টনের এক সাধারণ দোকান থেকে ৫.৫০ ডলার দিয়ে আমেরিকার পতাকাটি কেনা হয়েছিল। কিন্তু পতাকা লাগাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা পড়লেন বিপাকে। বায়ুশূন্য জায়গায় সোজা দণ্ডে ঝুলিয়ে দিলে পতাকা ভাঁজ হয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে। তাহলে উপায়? বানানো হলো উল্টো জ্র আকৃতির ফ্রেম। সেই ফ্রেমে আটকে দেওয়া হলো পতাকা। এক পাশ এবং ওপরের দিক আটকানো থাকায় পতাকাটি এখন আর ভাঁজ হয়ে যাবে না। এবার সেই পতাকা নিয়ে বায়ুশূন্য স্থানে রাখা হলো। ভেবে দেখুন, রাখার সময় পতাকা-স্ট্যান্ড কিন্তু নড়ছে, সেই সঙ্গে নড়ছে পতাকাও। জড়তার সূত্র আমাদের বলে, বাধা না দিলে নড়নশীল বস্তু নড়তেই থাকে।

পরিবেশে বাতাস থাকলে, বাতাসের বাধার ফলে পতাকার এই নড়াচড়া থেমে যেতে যে সময় লাগবে, বাতাসের বাধা না থাকলে সেই নড়াচড়া থামতে সময় লাগবে কিছুটা বেশি। এ ক্ষেত্রে, বায়ুশূন্য জায়গায় পতাকাকে নড়তে বাধা দিচ্ছে পতাকা স্ট্যান্ডের ওপরের দিকের ফ্রেম। নিচের কোনাটি যেহেতু সরাসরি ফ্রেমে আটকানো নেই, পতাকা-স্ট্যান্ড নাড়ালে পতাকাটি নড়তে থাকে। এবং ওপরের ফ্রেমে বাধা পেয়ে একসময় থেমে যায়। তবে এতে কিছুটা বেশি সময় লাগে।

সে জন্যই, চাঁদের বায়ুশূন্য পরিবেশে নীল আর্মস্ট্রং আর বাজ অলড্রিন পতাকা লাগানোর কিছুটা পর পর্যন্ত পতাকাটিকে নড়তে দেখা গিয়েছিল।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন। চাঁদের বুকে যেসব ছায়া পড়েছে, সেগুলো সমান্তরাল নয় কেন? এককেটা ছায়া এককেভাবে পড়েছেকোনোটা সোজা, কোনোটা বাঁকাদেখে মনে হচ্ছে একাধিক আলোর উত আছে ওখানে। অথচ উত তো একটাই, সূর্য! কথা সত্যি। মূল উত একটিই। মজার ব্যাপার হলো, একটি উত থেকে আসা আলো থেকেই এমন ছায়া তৈরি হওয়া সম্ভব। তবে এখানে একটুখানি 'কিন্তু' আছে।

কিন্তুটা হলো চাঁদের পৃষ্ঠতল মসৃণ নয়। এতে খানাখন্দ আছে, আছে পাহাড়, ছোটখাটো গর্ত ইত্যাদি। এ রকম অমসৃণ পৃষ্ঠতল ছায়ার ওপরে প্রভাব ফেলে। ধরুন, আপনি একটা ছোট্ট গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার ছায়াটা সরলভাবেই গর্ত এবং গর্তের বাইরের মসৃণ মাটিতে পড়ল। ছায়া এমনিতে কিন্তু আঁকাবাঁকা না। কিন্তু যেখানে পড়ছে, সেই জায়গাটাই যেহেতু অমসৃণ, ফলে আপনার ছায়াও আর পুরো সরল থাকবে না। আবার আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুর পুরো ছায়া যদি গর্তের বাইরের মসৃণ মাটিতে পড়ে, তার ছায়াটা হবে সরল। এখন, সামনে ক্যামেরা রেখে একই জায়গা থেকে ছায়া দুটোর ছবি তুলুন। কেমন দেখাবে, ভাবুন তো?

ঘটনা আরও আছে। চাঁদের পৃষ্ঠতলে সূর্যের যে আলো এসে পড়ে, তার প্রায় ৮ শতাংশের মতো প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ চাঁদ নিজেও এখানে আরেকটি আলোর উত হিসেবে কাজ করে। ফলে, লুনার মডিউলের সামনের পুরোটা ছায়ায় ঢাকা থাকার কথা হলেও কিছু জায়গা ছায়াঢাকা এবং কিছু জায়গা আলোকিত দেখা যায়।

এ রকম আরও কিছু ব্যাপার আছে। যেমন, ছায়ার মধ্যে এত স্পষ্ট ছবি কীভাবে এল? এর উত্তর দেওয়ার আগে দুটো তথ্য দেওয়া যাক। অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া কেল্টন ফয়েলে মোড়ানো লুনার মডিউল এবং নভোচারীদের সাদা স্পেস স্যুটদুটোই সূর্যের আলোর ভালো প্রতিফলক হিসেবে কাজ করেছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর বুকে প্রতিফলিত হয়ে কিছু আলো চাঁদে গিয়ে পড়ে। এদিকে চাঁদে আবার বায়ুমণ্ডল নেই। এই সব মিলিয়েই ছায়ার মধ্যে ও রকম স্পষ্ট ছবি দেখা যায়। এবার আরেকটা উদ্ভট প্রশ্ন নিয়ে কথা বলা যাক। নীল আর্মস্ট্রং যদি চাঁদের বুকে প্রথম মানুষই হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর ভিডিও করল কে? আসলে, পুরো ঘটনাটি সরাসরি সম্প্রচার করার কথা ছিল। ফলে লুনার মডিউল ইগলের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় একটুখানি থেমে একটা কেল্ল বের করেন নীল। এ সময় মডিউলের পাশ থেকে বেরিয়ে আসে টিভি ক্যামেরা। নাসার ওয়েবসাইটে এ ঘটনার অডিও রেকর্ডও আছে। ওখানে স্পষ্ট শোনা যায়, নীল জানতে চাচ্ছেন, সরাসরি সম্প্রচারের জন্য স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাচ্ছে কি না। আরেকটি প্রশ্ন ওঠে বাজ অলড্রিনের একটি ছবি নিয়ে। তাঁর হেলমেটে লুনার মডিউল আর সাদা কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। এই সাদা কিছুটা আসলে নীল আর্মস্ট্রং! ছবিটা তিনিই তুলেছিলেন। স্পেসস্যুটের বুকের কাছে ক্যামেরা লাগানো ছিল। ফলে বুকের কাছে হাত দিয়ে ছবি তুলছিলেন তিনি। হেলমেটের ওই অংশটুকুকে একটুখানি জুম বা বিবর্ধিত করলেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সেবাভারতী পূর্বাঞ্চলের উদ্যোগে আয়োজিত যোগ প্রশিক্ষণ শিবিরের সফল সমাপণ

গুয়াহাটি, ২ আগস্ট (হি.স.) : সেবাভারতী পূর্বাঞ্চলের যোগ বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত একমাসের যোগ প্রশিক্ষণ শিবিরের সফল সমাপ্তি ঘটেছে। সমাপণ অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সমাপণ অনুষ্ঠানে ৩২ জন প্রশিক্ষার্থীর হাতে সেবাভারতী পূর্বাঞ্চল (যোগ বিভাগ) এবং যোগবিদ্যা গুরুকুল নাসিকের তরফ থেকে একেকটি শংশাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই খবর দিয়ে আজ মঙ্গলবার সেবাভারতী পূর্বাঞ্চলের প্রান্ত যোগপ্রমুখ অরূপজ্যোতি দাস বলেন, সাম্প্রতিককালে যোগ-শিক্ষা যেভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, সমান্তরালভাবে যোগ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। এর প্রতি লক্ষ্য রেখে গত ১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সেবাভারতী পূর্বাঞ্চলের যোগ বিভাগ এবং যোগবিদ্যা গুরুকুল নাসিকের উদ্যোগে এক মাসের যোগ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। অরূপজ্যোতি জানান, শিবিরে অংশগ্রহণকারী যোগ শিক্ষক ও পদবীধারীদের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের সকলের হাতে সেবাভারতী পূর্বাঞ্চল (যোগ বিভাগ) এবং যোগবিদ্যা গুরুকুল নাসিক অনুমোদিত শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রান্ত যোগপ্রমুখ অরুপ দাস বলেন, সুস্থ ব্যক্তি, সুস্থ পরিবার, সুস্থ সমাজ, সুস্থ রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্য নিয়ে সমাজে যোগরূপী গঙ্গা প্রত্যেক পরিবারে প্রবাহিত করতে যোগের প্রচার ও প্রসারের জন্য সেবাভারতী পূর্বাঞ্চলের যোগ বিভাগ বেশ কয়েক বছর থেকে অসমে যোগ শিক্ষা প্রদান করে আসছে।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে যোগশিবিরের সমাপণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন তিনি নিজে, জানান অরূপজ্যোতি দাস। অনুষ্ঠানে অন্য বহুজনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রবীণ প্রচারক ভাস্কর কুলকর্ণি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে যোগ সম্পর্কীয় দিগদর্শন করেছেন সেবাভারতী পূর্বাঞ্চলের সভাপতি রমেন শর্মা, বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে চিকিৎসক তথা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি অসম প্রান্তের সহ-সঞ্চালিকা ডা. পুণি দেবী, সেবাভারতী পূর্বাঞ্চলের অসম ক্ষেত্র যোগপ্রমুখ যোগাচার্য হিমাদ্রী পুরকায়স।

সেবাভারতী পূর্বাঞ্চলের প্রান্ত যোগপ্রমুখ অরূপজ্যোতি দাস আরও জনান, যোগ প্রশিক্ষণ শিবিরে অসমের ১২টি জেলা থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকা যথাক্রমে যোগাচার্য হিমাদ্রী পুরকায়স, রুবুল মিশ্র, শেখর হালদার (শিবিরের ব্যবস্থা-প্রমুখ), নিবেদিতা বরা, ডা. বৈষ্ণব কোচ, অপরাজিতা গগৈ, ভূবন কছারি, প্রাপ্তি হাজরিকা, নয়নমণি বরচেতিয়া, সরস্বতী ছেত্রী, রামচরণ ডেকা, পরশমণি বৰা, জয়ন্তজিৎ শইকিয়া, খনীন্দ্র নাথ, অভিজিৎ নাথ, সেবিকা পেগু এবং সঞ্জীব দাস যোগ প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

তিনি জানান, অসমের মোট ১৮টি জেলার ৬ জন পুরুষ এবং ২৬ জন মহিলা এক মাসের যোগ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অনুষ্ঠানে শিবিরের উদ্দেশ্য বাখ্যা পাঠ করেন যোগ শিক্ষিকা জুনু বরা, শিবিরের প্রতিবেদন পাঠ করেন যোগ প্রশিক্ষণপ্রমুখ ভবেশ্বর গোস্বামী।

ভোটারদের মন পেতে শেষ লগ্নে করছাড়ের প্রতিশ্রুতি ক্রমশ পিছিয়ে যাওয়া ঋষির

লণ্ডন, ২ আগস্ট (হি.স.): ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর লড়াইয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর লড়াইয়ে কনজারভেটিভ দলের সদস্যেরা ব্যালট পেপার পেতে শুরু করেছেন। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন তাঁরা। ফল প্রকাশিত হবে ৫ সেপ্টেম্বর। এই অবস্থায় প্রচারের শেষ লগ্নে এসে অবস্থান বদল করলেন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক। ভোটারদের মন পেতে শেষ লগ্নে ২০ শতাংশ করছাড়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে ক্রমশ পিছিয়ে যাওয়া ঋষি সুনক। সুনক প্রচারে নেমে প্রথম থেকেই করছাড়ের বিরোধিতা করে এসেছেন। বলেছেন, এখন করছাড় দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সঙ্কটে পড়বে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা হওয়ায় দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আজ বিশাল আয়কর ছাড়ের প্রস্তাব দেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী হলে পরের সাধারণ নির্বাচনের আগে তিনি আয়কর ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৬ শতাংশ করে দেবেন। অর্থাৎ, বর্তমান আয়কর ২০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন সুনক। তাঁর কথায়, "গত ৩০ বছরে এত বড় মাপের করছাড় ঘোষণা করা হয়নি।" সুনকের এই প্রস্তাবের কড়া সমালোচনা করেছে ট্রাস শিবির। তাদের দাবি, সুনক এখন চাপে পড়ে তাঁর পুরনো অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছেন। যার থেকে স্পষ্ট, ভবিষ্যতে তিনি দেশকে কোন পথে নিয়ে যাবেন, সে বিষয়ে তাঁর কোনও স্পষ্ট দিশা নেই। তা ছাড়া, ট্রাসের মতো সুনক 'প্রধানমন্ত্রী হলেই করছাড়'-এর আশ্বাস দেননি। শুধু বলেছেন, পরবর্তী ভোটের আগে এই ছাড় চালু করা হবে। কনজারভেটিভ দল যদি তাদের পুরো মেয়াদ শেষ করতে পারে, তা হলে পরের নির্বাচন হওয়ার কথা ২০২৫-এর জানুয়ারিতে। করছাড়ের জন্য ব্রিটিশ জনগণ কেন আরও আড়াই বছর অপেক্ষা করবেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিদেশমন্ত্রীর সমর্থকেরা। উল্লেখ্য, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, বিদেশ তথা কমনওয়েলথ মন্ত্রী লিজ ট্রাস দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ও সাধারণ মানুষের ব্যয়ক্ষমতা বাড়াতে একগুচ্ছ করছাড়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রস্তাব যে সাধারণ ভোটারদের পছন্দ হয়েছিল, তা বোঝা যায় একের পর এক জনসমীক্ষার ফলাফলে। দলের শীর্ষস্তরে, এমপিদের মধ্যে, ভোটাভুটির সময়ে সুনক সব সময়েই প্রথম স্থানে থাকতেন, আর ট্রাস থাকতেন দুই বা তিন নম্বরে। কিন্তু এমপিদের পরিধি ছেড়ে ভোটাভুটির ক্ষেত্র দলের সাধারণ সদস্যের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার পরেই ছবিটা পাল্টে যায়। কনজারভেটিভ দলের দু'লক্ষ সদস্যের অধিকাংশের ট্রাসের জনমোহিনী আর্থিক রূপরেখাইঅনেক বেশি মনে ধরেছে, বলছে জনমত সমীক্ষা। ট্রাসের পাল্লা ভারী করে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন দেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী নাদিম জাওয়াহি। তাঁর মতে, লিজ যে ভাবে দেশের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে চাইছেন, তাতে সত্যিই উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ। ট্রাসকে সমর্থন করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন ওয়ালেস-ও। এই দুই হেভিওয়েট মন্ত্রীর সমর্থন অবশ্যই বিদেশমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে।

জাওয়াহিরিকে আশ্রয় দিয়ে দোহা চুক্তি লংঘন করেছে তালিবান : অ্যান্টনি ব্লিনকেন

ওয়াসিংটন, ২ আগস্ট (হি.স.): আল কায়েদার শীর্ষ নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরিকে আশ্রয় দিয়ে তালিবান দোহা চুক্তি লংঘন করেছে। এমনই মন্তব্য করছেন আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন।

সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আফগানিস্তানে আমেরিকার হামলায় জাওয়াহিরির নিহত হওয়ার খবর জানান। নাম প্রকাশ না করা মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, রবিবার ভোরে কাবুলে সিআইএ-র ড্রোন হামলায় আল-কায়েদার এ শীর্ষ নেতার মৃত্যু হয়। প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেনের পর জাওয়াহিরির মৃত্যুই জঙ্গি গোষ্ঠীটির জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা বলে বিবেচিত হচ্ছে।

কাতারের রাজধানী দোহায় ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবানের মধ্যে হওয়া চুক্তিতে আল-কায়েদাসহ কোনও সন্ত্রাসী-জঙ্গি সংগঠন বা ব্যক্তিকে আফগানিস্তানের ভূখণ্ড ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না বলে নিশ্চয়তা দিয়েছিল তালিবান।

"নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে চলতে তালেবানের অক্ষমতা বা অনিচ্ছার মুখেও আমরা আফগান জনগণকে বিস্তৃত ত্রাণ সহায়তা এবং তাদের মানবাধিকার বিশেষ করে মহিলাদের অধিকার রক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সমর্থন দিয়ে যাবো," বিবৃতিতে বলেছেন ব্লিনকেন। আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেন ২০১১ সালের ২ মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন কমান্ডো হামলায় নিহত হওয়ার পর জাওয়াহিরি এ আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের নেতৃত্বে আসেন।

কয়েকটি বেসামরিক বিমান ছিনতাই করে ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে ৩ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যার ঘটনার অন্যতম পরিকল্পনাকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় মিশরীয় চিকিৎসক জাওয়াহিরিকে, যিনি সে সময় ওসামা বিন লাদেনের শীর্ষ উপদেষ্টা ছিলেন।

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WEST DIVISION::KHUMULWNG.

OPEN AUCTION NOTICE

NOTICE INVITING TENDER NO:-09/EE(W)/ADC/2022-23.

Sealed bids are invited in prescribed Format by the Executive Engineer, West Division, TTAADC, Khumulwng on behalf of T.T.A.A.D.C. authority upto 4.00 PM. on **10-08-2022** for the following work:-

Name of work	Description of demolishing	Quantity	Reserve price	Location	Earnest money
1	2	3	4	5	6
Assessment of Reserve Value for Demolishing of Existing old Building at Hezamara / SH:- i). ARDD Old Health Sub-Centre Building. (ii ARDD Training Hall. & (iii) Existing old Building of Veterinary Dispensary at Hezamara, TTAADC.	Existing old Building at Hezamara nearby ARDD Office Hezamara with half brick wall, R.C.C. frame work and RCC roof slab. (Health Sub-Centre).	50.00 Sqm.	Rs.29,490.00	H/Q Complex, TTAADC, Khumulwng	Rs.295.00
	Existing old Building at Hezamara nearby ARDD Office Hezamara with half brick wall, GCI sheet roofing with Tubular truss.(Training Hall).	56.00 Sqm.	Rs.35,431.00	H/Q Complex, TTAADC, Khumulwng	Rs.354.00
	Existing old Building of Veterinary Dispensary at Hezamara, TTAADC With half brick wall, GCI Sheet Roofing with Tubular truss.	98.00 Sqm.	Rs.58,403.00	H/Q Complex, TTAADC, Khumulwng	Rs.584.00

Detailed tender notice and terms and conditions can be seen at the office of the undersigned during office hours on any working day upto 16.00 Hrs. of **10-08-2022** and web site of TTAADC.

For details please visit:
www.ttaadc.gov.in.
For and on behalf of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council.

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
West Division,
TTAADC, Khumulwng.

TTAADC/ICA&T/C-56/2022

বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত, লালকেল্লা থেকে সংসদ অবধি সাংসদদের তিরঙ্গা বাইক র‍্যালি

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে গৃহীত হয়েছে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি নিয়ে এদিনের সংসদীয় দলের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। সংসদ থেকে লালকেল্লা অবধি তিরঙ্গা বাইক র‍্যালি করবেন বিজেপি সাংসদরা। আগামী ৯ থেকে ১৫ আগস্ট অবধি বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে সংসদের গ্রন্থাগার ভবনে বৈঠকে বসে বিজেপির সংসদীয় দল। এই বৈঠক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কী কী আলোচনা হয়েছে, তা বৈঠকের পর জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। তিনি বলেছেন, 'বিজেপি সভাপতি ""'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব"" এবং ""'হর ঘর তিরঙ্গা""'-র কর্মসূচি-সহ ৯ থেকে ১৫ অগাস্টের মধ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সাংসদদের জন্য তিরঙ্গা বাইক র‍্যালি লালকেল্লা থেকে সংসদ পর্যন্ত বের করা হবে।' প্রহ্লাদ জোশী আরও বলেছেন, 'আগামী ৫ আগস্ট উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে আমরা পুনরায় বৈঠকে বসব।'

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস নেমে বিচ্ছিন্ন সিকিম, সাময়িক ভাবে বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

গ্যাংটক, ২ আগস্ট (হি.স.) : অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস নেমে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সিকিম। কালিম্পঙের কালিঝোরার কাছে ধস নেমে মঙ্গলবার বন্ধ হয়ে গেল জাতীয় সড়কের একাংশ। এর ফলে সিকিমের সঙ্গে সমতলের যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধস সরানোর কাজ চলছে। বিগত ২৪ ঘন্টা ধরে একটানা বৃষ্টি চলছে। তার জেরে উত্তরবঙ্গে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ধস নামছে। মঙ্গলবার সকালে কালিম্পঙের কালিঝোরার বিরিকধারায় ধস নামে। এর ফলে বন্ধ হয়ে যায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে সিকিমগামী সমস্ত গাড়ি। বিরাট অংশ জুড়ে ধস নামায় তা সরাতে অনেকটা সময় লেগে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি কর্তাদের দাবি, ধস সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে দুপুর গড়িয়ে যেতে পারে। এদিকে, ধসের জেরে শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের গ্যাংটক যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে। যে ভাবে বৃষ্টি চলছে, তাতে আবারও ধস নামার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা।

ভারতে ২০৪.৬০ কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, কোভিড টেস্ট বেড়ে ৪.১১-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ২০৪.৬০-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪০৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২,০৪,৬০,৮১,০৮১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৪,১১,১০২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৭,৫৮,৯২,৬১১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,১১,১০২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩,৭৩৪ জন।

দিল্লিতে মাঙ্কিপক্সে প্রথম সংক্রমিত রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ, মাত্র ২৫ দিনেই উধাও উপসর্গ

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে মাঙ্কিপক্সে প্রথম সংক্রমিত রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। মাত্র ২৫ দিনেই তাঁর শরীর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে মাঙ্কিপক্সের সমস্ত উপসর্গ। দিল্লির লোক নায়েক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই রোগীকে। মঙ্গলবার এলএনজেপি হাসপাতালের এমডি সুরেশ কুমার জানিয়েছেন, দিল্লিতে মাঙ্কিপক্সে প্রথম আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাত্র ২৫ দিনেই সে সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং তাঁর শরীরে কোনও উপসর্গ নেই।'

দিল্লিতে আরও একজন মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন, এ বিষয়ে এলএনজেপি হাসপাতালের এমডি সুরেশ কুমার জানিয়েছেন, মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত অপর রোগী আফ্রিকান উপ-মহাদেশের এবং তাঁর শরীর জ্বর, ত্বকে ফুসকুড়ি ছিল। তাঁকে আইসোলেশন সুবিধায় রাখা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞদের একটি টিম তাঁর যত্ন নিচ্ছে।' এমডি সুরেশ কুমার আরও জানিয়েছেন, আমরা ওই রোগীর বিভিন্ন পরীক্ষা করার পাশাপাশি সহায়ক চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত, নাইজেরিয়া থেকে মাঙ্কিপক্সের একটি নিশ্চিত কেস এবং দু""টি সন্দেহজনক কেস রয়েছে।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় দিল্লিতে ইডি-র তল্লাশি, অন্যান্য ঠিকানাতেও অভিযান

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): ন্যাশনাল হেরাল্ড আর্থিক দুর্নীতি মামলায় কিছু দিন আগেই কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও তাঁর ছেলেকে জেরা করেছে প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)। এবার ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় নয়া মোড়, এই মামলার তদন্তে মঙ্গলবার ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্রের অফিস-সহ ১২টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অভিযান এখনও চলছে।

ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্রের অফিস, অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের দফতর-সহ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে তদন্তকারী সংস্থা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি এই মামলায় সোনিয়া গান্ধীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। তার আগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় রাহুলকে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সনিয়াকে ১০০টিরও বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে। রাহুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে প্রায় ১৫০টি প্রশ্ন। সোনিয়া-রাহুলকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ন্যাশনাল হেরাল্ডের দফতরে ইডি-র হানা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি নিয়ে সংশয়ে বঙ্গ বিজেপি

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি. স.) : মুখে যা দাবিই করুন না কেন বঙ্গ বিজেপি-র নেতারা, দলের সংগঠন যে মুখ থুবড়ে পড়ে, যাঁরা জানার তাঁরা জানেন। এই অবস্থায় এই রাজ্যে ৯ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত, সাতদিন ব্যাপী এই কর্মসূচি কীভাবে পালন হবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। রাজ্য বিজেপির তরফে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সর্বভারতীয় কর্মসূচি অনুযায়ী ৯ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রতি ঘরে জাতীয় পতাকা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সারা দেশে ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট বিজেপি এই কর্মসূচি করলেও পশ্চিমবঙ্গে ৯ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এটা করার কথা। কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল ২০২৪-এর লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে দলের পালে হাওয়া তোলা। একুশের বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর পশ্চিমবঙ্গে দলের পাল্লা ক্রমশ নামছে। প্রধান বিরোধী হওয়ার দৌড়ে বিজেপির ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে বামেরা। তাই হালে পানি পেতে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কর্মসূচিতে ঝাঁপাতে চাইছে গেরুয়া শিবির। দলের একাধিক জেলা সভাপতিই রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছে, সাংগঠনিক জেলায় কর্মী সংখ্যা হাজার পেরোবে না। তাহলে বাড়ি বাড়ি যাবে কারা? আবার এমন সমস্যাও দাঁড়িয়েছে মণ্ডল ও বুথের (যেখানে কমিটি আছে) সদস্যরা অনেকেই নিজের পকেট থেকে হাজার হাজার টাকা খরচ করে পতাকা কিনতে নারাজ। যদিও কেউ কেনেন তাহলেও তিরিশ টাকার বিনিময়ে কাউকে পতাকা বিক্রি করা যাবে কি না, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই।

মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, দুই দেশের মধ্যে চুক্তি বিনিময়

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): ভারত সফরে আসা মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার দুপুরে দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে হয়েছে আলোচনা। বৈঠক শেষে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে বেশ কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এর আগে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির মধ্যে বৈঠক প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন, ভারত মহাসাগরের তরঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ একটি অংশীদারিত্ব, ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ। প্রসঙ্গত, ৪ দিনের সফরে সোমবার বিকেলেই ভারতে এসেছেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে জুতো ছুড়লেন মহিলা

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.): এসএসসি শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে জুতো ছুড়লেন এক মহিলা। মঙ্গলবার জোকা ইএসআই হাসপাতাল থেকে পার্থর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বেরোনোর সময় তাঁর গাড়ির দিকে জুতো ছোড়েন ওই মহিলা। যদিও জুতো পার্থের গায়ে লাগেনি।

মঙ্গলবার জোকা ইএসআই হাসপাতাল মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে নিয়ে আসা হয়েছিল পার্থকে। সেখানেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন ওই মহিলাও। এদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বেরোনোর সময় পার্থকে দেখা মাত্রই তিনি নিজের পা থেকে দু'পাটি জুতো খুলে পর পর ছুড়ে মারেন পার্থকে লক্ষ্য করে। পার্থ অবশ্য তখন গাড়িতে। পরে ওই মহিলা বলেন, "ওঁদের কোটি কোটি টাকা। কলকাতার একাধিক জায়গায় ফ্ল্যাট কিনেছে। বড় গাড়ি করে হাসপাতালে আসছে। এতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। আমরা ঠিক মতো ডাক্তার দেখাতে পারছি না। তার জন্যই জুতো ছুড়েছি। জুতোটা ওর মাথায় লাগলে শান্তি পেতাম।"

আমতলার বাসিন্দা ওই মহিলা এক সন্তানের জননী। তাঁর একটি মেয়ে আছে। সে এখন উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করছে। শুভ্রাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কেন এই কাজ করলেন? তারই জবাব এই কারণ ব্যাখ্যা শুভ্রার। তবে একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, "এটা আমাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। হাজার মানুষ চাকরি পায়নি ওঁদের জন্য। তাঁদের সবার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।"-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনীর অভিযানে ৯৪.৪৯ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেফতার চার

গুয়াহাটি, ২ আগস্ট (হি.স.) : গত কয়েকদিনে বিভিন্ন যাত্রীবাহী ট্রেন এবং রেলওয়ে অভিযান চালিয়ে ৯৪.৪৯ টাকার বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচারের সময় উদ্ধার করেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)-র জওয়ানরা। পাশাপাশি নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচারের অভিযোগে আরপিএফ চার জনকে আটক করেছে। পরে জিজ্ঞাবাদে প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করেছে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এই খবর দিয়ে জানান, গত ২৩ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে আরপিএফ নিষিদ্ধ সামগ্রী মরফিন, মদ, বিদেশি সিগারেট, গাঁজা ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করেছে। এগুলি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীন বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে নিয়মিত তল্লাশি চালাতে গিয়ে উদ্ধার করেছেন জওয়ানরা। এছাড়া এই কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে আরপিএফ চারজনকে গ্রেফতার করেছে।

তিনি জানান, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ৪২৭টি অভিযানে ১৬.৯৮ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ ও পাচারকৃত সামগ্রী উদ্ধার করেছে। এই সময়সীমার মধ্যে আরপিএফ নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচারের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৯১ জনকে গ্রেফতারও করেছে।

প্রবল বৃষ্টি রাজস্থানে, মাটির বাড়ি ধসে মৃত ১

জয়পুর, ২ আগস্ট (হি. স.) : বর্ষার পর আবারও প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে রাজস্থানের একাধিক জেলা। টানা বৃষ্টিতে বিকানের জেলার ছাত্তারগড়ের ভান্ডসার গ্রামে একটি মাটির বাড়ি ধসে মৃত্যু হয়েছে একজনের।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, ৩ আগস্ট থেকে মৌসুমী বায়ু আবারও সক্রিয় হবে। এর কারণে আগামী ২৪ ঘণ্টায় কোটা, আজমির, ভরতপুর, জয়পুর, বিকানের এবং যোধপুর বিভাগের কিছু জায়গায় ভারী থেকে আতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। ৪ আগস্ট, কোটা বিভাগ এবং পার্শবর্তী জেলাগুলির বিচ্ছিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৩ থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে, রাজ্যের বেশিরভাগ এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হতে পারে। ছাত্তারগড়ের এসএইচও জয় কুমার ভাদু জানান, সোমবার রাতে ভান্দসার গ্রামে টানা বৃষ্টির কারণে একটির মাটির বাড়ি ধসে মৃত্যু হয়েছে একজনের। ধসে চাপা পড়ে আহত হয়েছে আরও চারজন। স্থানীয়রাই ধ্বংসস্তূপ থেকে তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। জয়পুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকে পূর্ব ও পশ্চিম রাজস্থানের কিছু অংশে বর্ষা সক্রিয় হবে এবং আবার বৃষ্টি শুরু হবে। আবহাওয়া দফতরের মতে, জয়পুর, আজমির, আলওয়ার, ভরতপুর, ভিলওয়ারা, বুন্দি, দৌসা, ধোলপুর, জয়পুর, ঝুনঝুনু, কারাউলি, সওয়াই মাধোপুর, সিকর, টঙ্কে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / কাকলি

মেঘালয়ে কোটি টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার পুলিশের কনস্টেবল বরখাস্ত, আটক আরও পাঁচ

শিলং, ২ আগস্ট (হি.স.) : নিষিদ্ধ হেরোইন কারবারের অভিযোগে মেঘালয় পুলিশের জনৈক কনস্টেবলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি ইউবিসি (আন-আর্মড কনস্টেবল)/৫৩৪ অজয় ছেত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে ওই তথ্য দিয়ে রাজ্য পুলিশের জনৈক আধিকারিক আজ মঙ্গলবার জানান, ঘটনা সোমবার রাতের। এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের হেরোইনগুলি শিলঙের ডংকামন নংমেনসোং-এর খাওবেক ডিয়েংডহ (২৯) নামের এক মাদক কারবারি পাঠিয়েছিল বলে তদন্তে জানা গেছে। খাওবেক ডিয়েংডহও হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

তিনি জানান, মাদক পাচার সম্পর্কিত ঘটনার তথ্য জানতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেরোইন পাচারে ব্যবহৃত এনএল ০৮ ই ৬১১১ নম্বরের রিয়া ট্র্যাভেল নামের একটি নাইট সুপার (বাস)-এর চালক, খালাসি এবং মালিক তুরার আপার বাবুপাড়ার অরূপ নাগ (৫৭), তুরার বেলদারপাড়ার সুরেশ বর্মণ (৫৯) এবং গারোবাধার মুকডাংগ্রার বাসিন্দা শঙ্কর ডালু (৩৩)-কেও আটক করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে এএস ০১ এবি ৬১১৬ নম্বরের মারুতি সুজুকি কার। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সিমকার্ড সহ ধৃতদের মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট।

পুলিশ আধিকারিক জনান, পশ্চিম গারোহিলস পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিলং পুলিশ খাওবেক ডিয়েংডহ নামের একজনের বাড়িতে তালাশি চালিয়ে হেরোইনগুলি উদ্ধার করেছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সমুদ্রের নীচে আস্ত শহর

পৃথিবীর প্রতিটি কোণে বসতি স্থাপনকারী মনুষ্য জাতি এখন নয়া পরিকল্পনা সমুদ্রের নিচে একটি শহর গড়া। এতদিন আমরা শুধুমাত্র সিনেমা এবং শিশুদের কার্টুনে জলের নিচের শহরগুলোর ঝলক দেখেছি, কিন্তু শীঘ্রই তা বাস্তবের রূপও নেবে। একটি জাপানি বহুজাতিক নির্মাণ ও স্থাপত্য কোম্পানি একই ধরনের ধারণা তুলে ধরেছে।

যেখানে সম্পূর্ণ জলের নিচে থাকা শহরটিতে থাকবে হাজার হাজার মানুষের ঘর, মল, হোটেল, মার্কেটসহ ঘোরাঘুরির সব সুযোগ সুবিধা।

এই আন্ডারওয়াটার সিটি ওশান স্পাইরাল প্রস্থে চারটি ফুটবল মাঠের সমান হবে এবং সমুদ্রের পৃষ্ঠের দুই মাইল নীচে অবস্থিত হবে। এখানকার বাড়িঘর, ব্যবসার জায়গা, হোটেল, মল, বাজার, মানুষের বসবাসের জন্য যাতায়াতের মাধ্যম সবই হবে ডাঙার মতো কিন্তু বহু অংশেই বিলাসবহুল।

জাপানের বহুজাতিক স্থাপত্য কোম্পানি শিমিজু কর্পোরেশন বিশ্বের প্রথম জলের নীচে শহর স্থাপনের একটি পরিকল্পনায় রয়েছে।

এক দশকের উপরে নাম ছাড়াই চলছিল বাংলার এই স্টেশন, এবার পেতে চলেছে পরিচিতিজুলাই ৩১, ২০২২ কাপড় খুলে যাবে আপনাদের'', দুর্নীতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বেলাগাম আক্রমণ দিলীপ ঘোষেরজুলাই ৩১, ২০২২ শহরের বাইরের আবরণকে সব বিপদ থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি অভ্যন্তরে বসবাসকারী বা চলাচলকারী লোকেরা সহজেই সমুদ্রের ভেতরের জীবন দেখতে পারবে। সংস্থাটি এই প্রকল্পের ব্লু প্রিন্ট এবং পরিকল্পনার ছবিও প্রকাশ করেছে। এটি দেখে আপনি ধারণা পেতে পারেন যে জলের ভিতরে বসবাসকারী মানুষের জীবন কেমন হবে। সমুদ্রের অভ্যন্তরে তিনটি জোনে তৈরি করা হবে এই আন্ডারওয়াটার সিটির ভেতরের কাঠামো।

নির্মাণকারী সংস্থাটির কর্মকর্তারা ছাড়াও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা, জাপান সরকারের মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানি কোম্পানিগুলোও এই প্রকল্পে জড়িত। প্রকল্পটির জন্য ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে ১৬ বিলিয়ন পাউন্ড। ভারতীয় মুদ্রায় দেখলে এই পরিমাণ প্রায় ১৫৩৪ বিলিয়ন টাকা। এই পুরো আন্ডারওয়াটার সিটির বাইরের গ্লোব কভার হবে স্বচ্ছ ফাইবারগ্লাসের এবং শক্তিশালী আর্কিক প্রযুক্তিতে তৈরি হবে। যা শুধু মজবুতই হবে না, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি যেকোনো ধরনের বিপদ থেকেও নিরাপদ রাখবে। জলের নিচে ৫০০০ জন মানুষের জলের নিচে বসবাসের ব্যবস্থা করা সহজ কাজ হবে না। তাই এই শহর তৈরিতে উচ্চ কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।এই জন্য কারিগরি দল ছাড়াও মেরিটাইম এক্সপার্টদের রিপোর্ট নিয়ে কাজ চলবে বলেও জানা গিয়েছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে এই আন্ডারওয়াটার সিটি প্রকল্পটি শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।

মহাকাশচারীরাএবার ফসল ফলাতে গ্রহাণুর মাটি ব্যবহার করতে পারবেন

মহাকাশচারীরা একদিন গ্রহাণুর মাটিতে ফলানো ফসলের সালাদ খেতে পারবেন। জুলাই প্ল্যানেটারি সায়েন্সের একটি রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, রোমাইন লেটুস, মরিচ, গোলাপি মূলা ইত্যাদির সবই গ্রহাণুর মাটির মিশ্রণে বেড়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানীরা এর আগে লুনার ডার্ট বা চাঁদের ময়লায় ফসল ফলিয়েছেন।

কিন্তু নতুন গবেষণায় ''কার্বোনাসিয়াস কনড্রাইট উল্কাপিন্ডের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে, যা উদ্বায়ী উতগুলিতে সমৃদ্ধ বলে পরিচিত — বিশেষত জল,'' গ্র্যান্ড ফর্কসের নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী শেরি ফিবার-বেয়ার ঠিক এমনটাই বলছেন। এই উল্কাগুলি এবং তাদের মূল গ্রহাণুগুলিও নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম এবং ফসফরাস — প্রধান কৃষি পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। মহাকাশ খনন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই ধরনের গ্রহাণুগুলিকে পালারাইজ করা সম্ভবত মহাকাশে কৃষি উপকরণের একটি প্রস্তুত সরবরাহ করতে পারে।

ফিবার-বেয়ার এমন একটি উপাদান কিনেছিলেন, যা মহাকাশের পাথরের কম্পোজিশন অনুকরণ করে এবং এটি তার স্নাতক ছাত্র স্টিভেন রাসেলকে দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, "আমি ওকে বললাম, ঠিক আছে এবার কিছু গাছ লাগাও।"

রাসেল এখন উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্ট। তিনি এক বিশেষ ধরনের মূলো, লেটুস এবং মরিচ বেছে নিয়েছিলেন ফলানোর জন্য। এগুলির সবকটিই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে বেড়ে উঠেছে। রাসেল, তাঁর বাবা ফিবার-বেয়ার এবং তাঁদের সহকর্মী ক্যাথরিন ইয়ুরকোনিস তুলনা করেছেন, কীভাবে গাছগুলি কেবল গ্রহাণুর মাটিতে পিট মসের মিশ্রণে বেড়ে ওঠে।

পিট মস মাটি আলগা রাখে এবং জল ধারণ উন্নত করে। পিট শ্যাওলা-সহ সমস্ত মিশ্রণে গাছগুলি বেড়ে ওঠে। গ্রহাণুর মাটি তার নিজের থেকে জল ধরে রাখতে পারে না। তাই সেখানে গাছপালা বাড়তে পারে না। তাই সেখানে গাছপালার বৃদ্ধির জন্য পিট মসের প্রয়োজন হয়।

এরপরে ফিবার-বেয়ার সেই গ্রহাণুর ময়লাতে লোমশ ভেচের (সিম জাতীয় উদ্ভিদ) বীজ বাড়ানোর চেষ্টা করতে চলেছেন। গাছপালা ক্ষয় ওয়ার পরে মৃত উদ্ভিদের পদার্থকে মাটি জুড়ে মিশ্রিত করতে চলেছেন তাঁরা। তিনি বলেন, এটি নিশ্চিত করতে পারে যে, মাটি যাতে কম্প্যাক্ট না হয়। এছাড়াও, বীজের ওজন পিট শ্যাওলার তুলনায় অনেক কম, যা ভবিষ্যতের যে কোনও চাষের প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য তাদের মহাকাশে নিয়ে যাওয়া সহজ করে তোলে।

সর্বদাই থাকে সোয়েটার আবহাওয়া চাঁদের বুকে নাসা' পেল মানুষ থাকার জায়গা !

অবশেষে, চাঁদের বুকে মিলল মানুষ থাকার মতো জায়গা। যেখানকার তাপমাত্রা, বিজ্ঞানীদের মতে একটি হালকা সোয়েটার পরার মতো আরামদায়ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া — লস এঞ্জেলেস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর ফলে ভবিষ্যতে চাঁদের বুকে মানুষ একটি নিরাপদ ও স্থায়ী বেস ক্যাম্প তৈরি করতে পারবে।

এর ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা সম্ভব হবে। স্পেশ স্টেশনের মতো ভবিষ্যতে চাঁদের বুকের ওই বাড়িতে নভোচারীরা গিয়ে থাকতে পারবেন এবং গবেষণার কাজ করতে পারবেন। আসলে বরাবরই চাঁদে মানুষ পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হল চাঁদের চরম আবহাওয়ার মোকাবিলা করা। সেই আবহাওয়ার মোকাবিলা করার মতো প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা। দিনের বেলা চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা থাকে ১২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ২৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। মানুষ পুড়ে যেতে পারে, এতটাই গরম। আবার রাতে তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের অনেক অনেক নিচে, -১৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ২৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। অর্থাত মানুষ মুহুর্তে জমে বরফের মূর্তি হয়ে যাবে। কাজেই ঠান্ডা রাখা এবং গরম করার প্রযুক্তির প্রয়োজন। তার থেকেও বড় চ্যালেঞ্জ সেই প্রযুক্তিকে চালানোর মতো শক্তির জোগান।

তবে, চাঁদের বুকের গর্তের মধ্যে এমন একটি স্থান আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা, যেখানে দিনের সবসময় তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৬৩ ডিগ্রি ফারেনহাইটের আশপাশে ঘোরাফেরা করে। নাসা জানিয়েছে, এই গর্তগুলি ২০০৯ সালে চন্দ্রের পৃষ্ঠে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা তার ভিতরে গুহার মতো কয়েকটি জায়গা খুঁজে পান। সেগুলিকেই ভবিষ্যতে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কীভাবে তৈরি হয়েছে এই গুহাগুলি? গবেষণায় দেখা গিয়েছে চাঁদে আবিষ্কৃত ২০০ টিরও বেশি গর্তের মধ্যে প্রায় ১৬টিই সম্ভবত ধসে পড়া লাভা টিউব বা নল। গলিত লাভা, শীতল লাভা-ক্ষেত্রের নীচে প্রবাহিত হলে, লাভা স্রোতের উপর একটি পাতলা ভূত্বক তৈরি হয়। যা পরবর্তীকালে একটি দীর্ঘ, ফাঁপা টিউবের আকার নেয়। এই টিউবের বা নলের কোনও অংশের সিলিং ভেঙে পড়লে, নলের বাকি অংশটিতে একটি গুহা তৈরি হয়। সম্প্রতি, জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স জার্নালে প্রকাশিত এক নতুন গবেষণায়, ক্যালিফোর্নিয়া — লস এঞ্জেলেস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা, নাসার রোবোটিক লুনার রিকনাইস্যান্স অরবিটার থেকে তোলা চন্দ্রপৃষ্ঠের চিত্রগুলির মূল্যায়ন করেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে ওই চিত্রগুলি তোলা হয়েছে। মূল্যায়ন করে গবেষকরা জানতে চেয়েছিলেন, গর্ত ও গুহার ভিতর তাপমাত্রা কি চন্দ্রপৃষ্ঠের বাকি অংশের তাপমাত্রার থেকে ভিন্ন? তাঁরা দেখেছেন, মোটামুটি নলাকার ১০০ মিটার গভীর একটি ফুটবল মাঠের সমান মাপের জায়গা রয়েছে, যেখানকার তাপমাত্রা অতি আরামদায়ক। সেখানে স্থায়ীভাবে ছায়া থাকে। দিনে-রাতে তাপমাত্রা সামান্যই ওঠানামা করে। জায়গাটি 'মের ট্রানকুইলিটাটিস' নামে পরিচিত চাঁদের একটি এলাকায় অবস্থিত। গবেষকদের মতে, এই গর্তগুলির ছায়াযুক্ত অংশগুলিতে চাঁদের বেসক্যাম্প তৈরি করা হলে, বিজ্ঞানীদের আর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তখন তাঁরা খাদ্য কীভাবে উতন্ন করা যায়, অক্সিজেন সরবরাহ কীভাবে বজায় রাখা যায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অন্যান্য সংস্থান সংগ্রহ এবং বেসক্যাম্পের পরিধি প্রসারিত করার মতো অন্যান্য চ্যালেঞ্জগুলিতে মনোনিবেশ করতে পারবেন। গর্ত বা গুহাগুলি মহাজাগতিক রশ্মি, সৌর বিকিরণ এবং ছোট আকারের উল্কাপাতের থেকেও সুরক্ষা দিতে পারে। ডেভিড পেইজ নামে গবেষণাপত্রটির এক সহ-লেখক বলেছেন, "মানুষ গুহায় বসবাস করে বিবর্তিতহয়েছে। চাঁদে গিয়ে থাকার সময় আমরা ফের গুহায় ফিরে যেতে পারি।"

বাড়বে না কোলেস্টেরল, হবে না সুগারও ! রবিবারে এভাবেই বানিয়ে নিন

রবিবার জলখাবারে গরম লুচি আর ছোলার ডাল ছাড়া দিন শুরু হয় নাকি! কারোর আবার পছন্দ কচুরি আর জিলিপি। তবে ইদানিং কালে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড আর সুগার যে ভাবে জুজু দেকাচ্ছে তাতে অনেকেই জোর করে ব্রেকফাস্টে দুধ-ওটস বা মুদলি খাচ্ছেন। অর্থাতব্রেকফাস্টে প্লেটে এমন কিছু খাবার থাকছে যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। স্বাস্থ্যকর খাবারের সঙ্গে সপ্তাহের অন্য দিন জিভ মানিয়ে নিলেও রবিবার কিছুতেই তা পারে না। লোভের বসে গরম কচুরি, জিলিপি, শিঙাড়া খেয়ে অনেকেই ভোগেন অ্যাসিডিটিতে। সকালে অ্যাসিড হয়ে গেলে দুপুরের মাংস ভাতটাই মাটি। তাই বাড়িতে বানিয়ে নিন হেলদি এই লুচি। ভাবছেন, লুচি কী ভাবে স্বাস্থ্যকর হবে? আপনার জন্য স্পেশ্যাল রেসিপি রইল তা রবিবারের বাজারে।

এই লুচি বানাতে যা কিছু লাগছে ওটস- ১ কাপ আটা — ১/২ কাপ সুজি- ১ চামচ হলুদ- হাফ চামচ যে ভাবে বানাবেন ওটস গুঁড়ো করে নিন। এবার ওর সঙ্গে আটা, সুজি, এক চিমটে নুন আর হলুদ মিশিয়ে শুকনো মেখে নিন। ওর মধ্যে দিন ২ চামচ সাদা তেল। সব দিয়ে জল দিয়ে ভাল করে মেখে রাখুন ৩০ মিনিট। এবার যে ভাবে লুচি ভাজেন সেই রকম ভাবেই বেলে ভেজে নিন। সুজি দিয়ে মাখা হয় বলে এই লুচিতে তেল কম টানে। সঙ্গে খেতেও ভাল লাগে। বয়স্করা বা যাঁরা ডায়েট করছেন তাঁরাও খেতে পারেন নির্ভয়ে। সঙ্গে বানিয়ে নিন ছোলার ডাল। ছোলার ডালের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন। এছাড়াও লুচির সঙ্গে তা খেতেও ভাল লাগে। তাই বাড়িতেই বানিয়ে নিন। লুচি, ছোলার ডাল তো হল সঙ্গে স্বাদ বদলে মিষ্টিও তো চাই। বানিয়ে নিন সুগার ফ্রি কালাকাঁদ।

প্যানে ঘি দিয়ে ২৫০ মিলি দুধ, ২ চামচ মিল্ক পাউডার মিশিয়ে নিন। দুধ ধন হয়ে এলে ওর মধ্যে ছানা মিশিয়ে নিন। খুব ভাল করে সবটা মেশাবেন। এর মধ্যে এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে ১০ মিনিট নাড়াচাড়া করুন। শুকিয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করুন। অন্য একটা পাত্রে ঘি বুলিয়ে ছানা ঢেলে দিন। ফ্রিজে ৩০ মিনিট সেট করতে দিন। এবার পিস করে নিলেই তৈরি সুগার ফ্রি কালাকাঁদ।

সুগন্ধময় কেশের জন্য একক সমাধান

বেশ পরিপাটি হয়ে মাথা ঢেকে বের হলেও এই ঋতুতে ঘামের কারণে চুলের গোড়া ভিজে থাকে। আবার হঠাৎ বৃষ্টির কারণে চুলে লেগে থাকা পানি শুকাতেও সময় নেয়। ফলাফল মাথায় গন্ধ হওয়া আর চুলের বারোটা বাজা।

মাথার ত্বক ঠিক মতো পরিষ্কার না করলে, চুলে শুধু বাজে গন্ধই হয় না, সঙ্গে দেখা দিতে পারে খুশকি বা হতে পারে ফাঙ্গাসের আক্রমণ। তাছাড়া হিজাব ব্যবহার করলে চুল দূষণ ও ধুলাবালি থেকে রক্ষা পেলেও, মাথার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঘাম ও মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল বা সেবাম নিঃসরণের কারণে চুলকানি ও দুর্গন্ধ দেখা দেয়।

তাই বাতাস চলাচল করতে পারে এরকম কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা উচিত। পাশাপাশি প্রতিদিন পরিষ্কার হিজাব ব্যবহার করতে হবে। মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখা, খুশকি দূর করা চুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুগন্ধময় কেশের জন্য একক সমাধান হিসেবে ব্যবহার করা যায় 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু।

এতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ময়লা ভালো মতো পরিষ্কার করে। খুশকির সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এর সুগন্ধ কেশ দুর্গন্ধ মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

আর শ্যাম্পু করার সময়, আগে ও পরে যদি কিছু নিয়ম মেনে চলা হয় তবে শ্যাম্পুর পুরো উপকারটা পাওয়া যায়।

স্টিম করা: মুখে স্টিম নিলে গভীর থেকে যেমন তেল ময়লা বেরিয়ে আসে, চুলের বেলাতেও তাই। স্টিম নিলে চুলের গোড়ায় জমে থাকা সেবাম, খুশকি ও ময়লা আলগা হয়ে উঠে আসে। এজন্য একটা তোয়ালে গরম পানিতে ডুবিয়ে নিংড়ে মাথায় জড়িয়ে রাখতে হবে ২০ মিনিট। তারপর শ্যাম্পু করতে হবে।

মালিশ: শ্যাম্পু করার আগে চুলের গোড়ায় আঙুল দিয়ে কয়েক মিনিট মালিশ করে নিলে ময়লাগুলো আলগা হয়ে উঠে আসবে, দুর্বল চুলও উঠে যাবে।

ঠাণ্ডা জল শ্যাম্পু: গরম জল চুলের স্বাভাবিক তেল নষ্ট করে। ফলে রুক্ষ হয়ে যায় চুল। অন্যদিকে

সচল থাকতে দড়িলাফ

এই ঘরবন্দী সময়েও আমাদের শরীর রাখতে হবে সচল আর সক্রিয়। তাহলে থাকব সুস্থ আর দেহের প্রতিরোধ থাকবে চাঙা। ঘরে থেকে এই সময়ে খুব ভালো ব্যায়াম স্কিপিং, মানে দড়িলাফ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলছে, স্কিপিং চমৎকার ওয়ার্ক আউট (ব্যায়াম)। ২০ মিনিট স্কিপিং করলে ঘাম ঝরবে। সেই সঙ্গে শরীরের হবে চমৎকার কার্ডিও ওয়ার্কআউট। মন হবে চাঙা। দড়িলাফে মেলে চটজলদি শক্তি আর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ব্যায়াম বিশেষজ্ঞরা এটাকে বলেন সম্পূর্ণ শরীরচর্চা। এতে হাত, পা ও পেটের সব পেশির ব্যায়াম হয়। বাড়ায় পেশির বল, শক্তি আর সহ্যক্ষমতা। দড়িলাফের সঠিক কৌশল বলেছেন ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ টিম হ্যাফট। তাঁর পরামর্শ হলো খুব উঁচুতে লাফ দেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর জন্য কবজি ব্যবহার করুন, বাহু নয়।

তড়িঘড়ি নয়, ধীরেসুস্থে স্কিপিং করুন। দড়ি যখন ফিরে আসবে, তখন পায়ের কাছে হাত টান টান করবেন না, কনুই বাঁকা করবেন না। দুটো হাত সমানভাবে নিয়ে লাফান। কেবল একটি হাতে চাপ নেবেন না। দড়ি ঘোরানোর সময় হাত যেন থাকে হিপের সামনে।

দড়ি যেন খুব লম্বা বা ছোট না হয়, বগল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হবে। ধীরে শুরু করুন, এরপর গতি বাড়ান। এভাবে দড়িলাফ দিলে মিলবে সুফল। শরীরেও বাড়তি চাপ পড়বে না এক দিনে। নিয়মিত এই ব্যায়াম চালিয়ে যান। শরীর থাকবে চনমনে।

দেহে চর্বি জমার কারণ ও তার প্রতিকার

মানুষের শরীরে চর্বি জমতে জমতে একসময় মানুষের ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে, মেদভুঁড়ি দেখা দিয়ে থাকে, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকিও অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। কায়িক পরিশ্রম না করার ফলে ব্যক্তি আরও বেশি মোটাসোটা হতে থাকে। ফলে মানুষ এক ধরনের দুষ্টচক্রে পড়ে যান এবং আরও বেশি মোটা ও স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পতিত হয়ে পড়েন।

যারা শর্করাসমৃদ্ধ খাবার বেশি খান, তাদের পেটে দ্রুত চর্বি জমে। ভাত, পোলাও, বিরিয়ানি, পরোটা, লুচি, মিষ্টি, কোমল পানীয় খাওয়ায় বিধিনিষেধ মানতে হবে। যারা খাওয়ার পরে দ্রুতই ঘুমিয়ে যান, তাদের খাবার ঠিকমতো পরিপাক হয় না। সঞ্চিত শক্তি খরচও হয় না। ফলে এটাও চর্বি জমার খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যাদের সারাদিনের কাজ চেয়ার-টেবিলেই এবং শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় না, তাদের পেটেও দ্রুত চর্বি জমে। মাখন, পনির, ঘিয়ের মতো চর্বিযুক্ত খাবারে যারা অভ্যস্ত এবং যারা ফাস্টফুডের ভক্ত, তাদের পেটেও চর্বি জমে। পেটে বাড়তি চর্বি জমলে রোগব্যাধিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাড়তি চর্বির ফলে পরিশ্রমে অনাগ্রহ জন্মে। ফলে চর্বি জমার হারটাও বাড়ে। পেটে অতিরিক্ত চর্বি জমলে লিভারের বিভিন্ন রোগসহ ফ্যাটি লিভারের শঙ্কা বাড়ে, অর্থাতলিভারের চারদিকে চর্বি জমে যায়, ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন রোগী, হতে পারে হার্নিয়াও। এ ছাড়া মহিলা হরমোনজনিত জটিলতাসহ নানা ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে। ভরপেট খাওয়ার পরে আলস্য এসে ভর করে। আর খাওয়ার পরেই যারা ভাতঘুমে যান, তাদের পেটে চর্বি জমার প্রবণতা থাকে সব থেকে বেশি। দীর্ঘক্ষণ বসে যারা কাজ করেন, তাদের পেটেও ধীরে ধীরে চর্বি জমতে থাকে। বাড়তি চর্বি শুধু সৌন্দর্যই ম্লান করে দেয় না, সেই সঙ্গে নানা রোগও ডেকে আনে। শরীরে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকলে হাত, মুখ, পেট এবং ঊরু- এই জায়গাগুলোতেই বেশি জমতে থাকে। চর্বি যদি জমেই যায়, নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস আর ব্যায়ামের মাধ্যমে সেটি অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে।

গ্রীষ্মকালীন রোগজনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার

আম আমাদের নানা রোগের মধ্যে মুকুলের ঝলসা, গুটির ক্ষত ও ঝরা, চয়ন পরবর্তী পর্যায়ে ফল পচা, সাদা গুড়োচিতি, গুচ্ছ মুকুল বা ম্যালফরমেশন, আঁচিল/ ক্যাংকার, পাতা ও ডগা ঝলসা, কাণ্ডের আঠা ঝরা ও ডাল শুকনো, পাতা, মুকুল ও ফলে আস্তরন এবং আমের বোঁটা পচা ও ফল পচা রোগ উল্লেখযোগ্য মুকুলের ঝলসা রোগ প্রস্ফুটিত ফুল ফোঁটার সময় ঘন কুয়াশা, অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা বৃষ্টি হলে ছাত্রাকের আক্রমণে মুকুল ও ফুলগুলি কালো হয়ে যায়। পরে শুকিয়ে ঝেড়ে পড়ে। আক্রান্ত মুকুল আমের গুটি হয় না।

প্রতিকার ফুল ফোটার সয় ২৪-৪৮ ঘমটা কুয়াশা বা হঠাৎ বৃষ্টি হলে আগাম সাবধানতার জন্য নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ছত্রকনাশক আঠার (০.৫মিলি প্রতি লিটার জলে) সঙ্গে জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। কার্বেন্ডাজিক ও ম্যানকোজেব ছত্রাকনাশক পাউডারের মিশ্রণ (মেন সাফ) - দুই গ্রাম প্রতি লিটার জলে বা থায়োফেনেট মিথাইল (রোকো)-১ গ্রাম/ লিটার জলে বা ক্লোরোথ্যালোনি (কবচ)-২ গ্রাম/ লিটার জলে বা কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ শতাংশ পাউডার)-৩ গ্রাম/ লিটার জলে। গুটি ক্ষত দাগ মটর দানার মতো আমের গুটিতেক, কখনও বা মার্বেল আকৃতি আমের গায়ে অবতল আকৃতির ছোট ছোট কালো দাগ হয়। আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে গুটি বা বাড়ন্ত ফল ঝরে যায়। ছত্রাক ঘটিত এই রোগ নিয়ন্ত্রেণে আমের গুটি ও বাড়ন্ত ফলে ছত্রাকনাশক কার্বেন্ডাজিম বা থায়োফেনেট মিথাইল-এক গ্রাম/ লিটার জলে আঠা-সহ গুলে এক-দু'বার স্প্রে করতে হাবে। সাদা গুঁড়িচিতি রোগ পুল ফোটা থেকে গুটি ধরার সময় এই ছত্রাকের আক্রমণে পুষ্পদণ্ড, পুষ্পমঞ্জরী ও ছোট আমের গুটিতে সাদা পাউডারের আস্তরণ পড়ে ফুল ও গুটিগুলিশুকিয়ে কালো হয়ে ঝরে যায়। প্রতিকার এই রোগ প্রতিকারে ফুল ফোটার আগে পুষ্রমঞ্জারী দণ্ডের দৈর্ঘ্য যখন তিন-চার ইঞ্চির মতো হবে তখন জলে গোলা সালফার ঘটিত ছত্রাকনাশক (যেমন সালফেক্স ৮০ শতাংশ পাউডার) ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে আঠার সঙ্গে গুলে স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও ট্রাইডেমেফন ২৫ শতাংশ পাউডার এক গ্রাম বা কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার এক গ্রাম বা হেক্সাকোনাজল পাঁচ শতাংশ ০.৫ মিলি প্রতি লিটারে জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এই সময় শোষক পোকার উপস্থিতি বেশি মাত্রায় থাকলে ছত্রাকনাশকের সঙ্গে কীটনাশক ইমডজাক্লোপ্রিড ১৭.৮ শতাংশ ইসি ০.৩ মিলি প্রতি লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। রোগের উপস্থিতি বুঝে ১০ দিন বাদে একবার এবং গুটি ধরার সময় আরও একবার অবশ্যই কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার দিয়ে স্প্রে করলে এই রোগ দমন করা যায়।

আমের গুচ্ছ মুকুল বা ম্যালফফরমেশন জন্য পুষ্পমঞ্জুরী ফুলগুলি ঠাসাঠাসি ও ঘন সন্নিবেশিত হয়ে লম্বাটে বলাকৃতি মতো হয়, পুষ্পমঞ্জরী ফল ধারণে অক্ষম হয়। অনেক সময় ডালের আগায় বা শাখা-প্রশাখার মব্যতর্বী অংশ থেকে অগ্রজ মুকুলগুলি ছোট ছোট গুচ্ছ পাতায় রূপান্তরিত হয়। এরূপ লক্ষণকে 'ভেজিটোটিভ' ম্যালফরমেশন বলে। প্রতিকার যে সমস্ত বাগিতার রোগের তীব্রতা কম সেখানে আক্রান্ত গুচ্ছ মুকুলগুলি ভেঙে দিতে হবে। একই গাছ থেকে বেশি মাত্রায় মুকুল কলমের জন্য নেওয়া যাবে না। আক্রান্ত গুচ্ছ মুকুলগুলি ভেঙে দেওয়ার পর কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার (১ গ্রা/লি) মাকড়নাশের সঙ্গে যেমন ডাইকোফন ২.৫ গ্রা/ লি বা ডায়াফেনথিউয়ন এক মিলি /লি) জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

আল কায়েদার শীর্ষ নেতা জওয়াহিরি খতম, বাইডেন বললেন অবশেষে ন্যায়বিচার হয়েছে

ওয়াশিংটন, ২ আগস্ট (হি.স.): আফগানিস্তানের কাবুলে আমেরিকার সিআইএ ড্রোন হামলায় নিকেশ হয়েছে ৯/১১ হামলার অন্যতম চক্রী তথা আল কায়েদার প্রধান আয়মান আল-জাওয়াহিরি। আল কায়দা প্রধানের নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। টুইট করে বাইডেন জানিয়েছেন, "অবশেষে ন্যায়বিচার দেওয়া গেল।"

বাইডেন টুইট করে জানিয়েছেন, কাবুলে বিমান হামলা চালায় আমেরিকা। ওই হামলাতেই মৃত্যু হয়েছে আল কায়দা প্রধানের। তিনি আরও লেখেন, 'কত দেরি হল, সেটা কোনও বিষয় নয়, কোথায় লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেছিলে, তাতে ফারাক পড়ে না। আমরা ঠিক খুঁজে বার করবই।" টুইট বার্তায় বাইডেন আরও লিখেছেন, 'যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়, তাদের থেকে আমেরিকার মানুষকে রক্ষা করার সংকল্প ও ক্ষমতা প্রদর্শন জারি রেখেছে আমেরিকা।'

ওসামা বিন লাদেনের হত্যার পর জওয়াহিরির মৃত্যু আল কায়েদার জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। মিশরের রাজধানী কায়রোয় জন্ম আল-জওয়াহিরির। পেশায় শল্য চিকিৎসক ছিলেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় জঙ্গি হামলায় লাদেনের সঙ্গে অন্যতম চক্রী ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার দাম ধরা হয়েছিল ২.৫ কোটি ডলার। কাবুলে একটি 'নিরাপদ বাড়ি'-র ব্যালকনিতে খতম করা হয়েছে জওয়াহিরিকে। তবে এই হামলায় অন্য কেউ হতাহত হননি বলে দাবি করা হয়েছে।

কোভিড-সংক্রমণ কমে ১৩,৭৩৪; আরোগ্যের হার ৯৮.৪৯ শতাংশ, মৃত্যুও নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা নিরন্তর কমছে, নিম্নমুখী মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৭৩৪ জন। ভারতে মোট করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫,২৬,৪৩০-তে পৌঁছেছে।

ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৯২-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৭৩৪ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৯২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৩২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ২৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪০৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২,০৪,৬০,৮১,৯৮১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৬,৪৩০ জন (১.২০ শতাংশ)। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৩৩,৮৩,৭৮৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৪৯ শতাংশ।

মাঙ্কিপক্স রুখতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, আশ্বস্ত করলেন রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী পি লাল

জয়পুর, ২ আগস্ট (হি.স.): এবার মাঙ্কিপক্স আতঙ্ক ঢুকে পড়েছে রাজস্থানে। মাঙ্কিপক্সের উপসর্গ নিয়ে এক ২০ বছরের তরুণকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। ওই যুবক মাঙ্কিপক্সে সংক্রমিত কি-না, তা জানা যাবে রিপোর্ট আসার পরই। এই পরিস্থিতিতে রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী পারসাদি লাল জানিয়েছেন, তাঁরা মাঙ্কিপক্স রুখতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী পারসাদি লাল জানিয়েছেন, রাজস্থানে এখনও পর্যন্ত মাঙ্কিপক্সে কেউ সংক্রমিত হননি। উপসর্গ থাকা দু"জনকে ভরতপুর ও কিশানগড়ে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের শরীর থেকে সংগ্রহ করা নমুনা পরীক্ষার জন্য পুণে-তে পাঠানো হয়েছে। মাঙ্কিপক্স রুখতে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

সরকারের উচিত অল ইন্ডিয়া ফেয়ার শপের কর্মীদের করোনা যোদ্ধা হিসাবে ঘোষণা করা : প্রহ্লাদ মোদী

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.) : অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের মঙ্গলবার ৯ দফা দাবিতে যন্তর মন্তরে একদিনের বিক্ষোভ করেছে। সারাদেশের ন্যায্যমূল্যের দোকানের ব্যবসায়ীরা তাদের একগুচ্ছ দাবি নিয়ে বিপুল সংখ্যায় জড়ো হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছোট ভাই প্রহ্লাদ মোদী একজন রেশন ডিলার। প্রহ্লাদ মোদী দেশের রেশন ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং গুজরাট রেশন ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। প্রহ্লাদ মোদী বলেন, সরকারের উচিত অল ইন্ডিয়া ফেয়ার শপের কর্মীদের করোনা যোদ্ধা হিসাবে ঘোষণা করা। তিনি বলেন, তিনি তার ভাই নরেন্দ্র মোদীর উপর ক্ষুব্ধ নন, রেশন ডিলারকে দেওয়া কমিশনের বিরুদ্ধে। বলেন, ক্রমাগত দাবি সত্ত্বেও, রেশন ডিলারদের দাবি মানা হচ্ছে না, তাই আজ তার সমিতিকে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ করতে হয়েছে।

প্রহ্লাদ মোদীর মতে, রেশন ডিলারকে যে কমিশন দেওয়া হচ্ছে তা অপর্যাপ্ত। বারবার দাবি করা সত্ত্বেও রেশন ডিলারের পক্ষ থেকে কোনও কর্ণপাত করা হচ্ছে না। অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলারস ফেডারেশন ন্যূনতম মাসিক ৫০,০০০০ টাকার গ্যারান্টি দাবি করেছে। চাল, গম, চিনিতে ভর্তুকির পাশাপাশি তাঁদের আরও দাবি, এ বার থেকে ভোজ্য তেল, ডালও এই ফেয়ার প্রাইস শপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হোক। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মডেলে বিনামূল্যে সারা দেশে রেশন বিলিরও দাবি করা হয়।

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর বাড়ির দখল নিয়ে তুলকালাম, সংঘর্ষে ৮ পড়ুয়া আহত

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২ আগস্ট (হি.স.) : বাংলার নবজাগরণ ও শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিংস বিপ্লবের জনক হিসাবে স্বীকৃত ঋষি রাজনারায়ন বসু। তাঁর ব্যবহৃত একটি ঐতিহ্যমন্ডিত আবাসনের দখল নিয়ে মঙ্গলবার প্রকাশ্য লড়াইয়ে মেতে উঠল মেদিনীপুর শহরের দুটি গর্বের প্রতিষ্ঠান মেদিনীপুর কলেজ ও মেদিনীপুর কলেজিয়েট বিদ্যালয়। এই বিরোধের সূত্রপাত ২০১৪ সাল থেকেই। দুটি প্রতিষ্ঠান একদা অভিন্ন থাকলেও পরে ভাগ হয়ে একটি কলেজ ও অপরটি বিদ্যালয়ের অংশ হয়। দুটি আলাদা কর্তৃপক্ষ। দুটি প্রতিষ্ঠান আলাদা হয়ে গেলেও অতীতে রাজনারায়ন বসু ব্যবহৃৎ ও বর্তমানে দলিলে মেদিনীপুর কলেজ প্রিন্সিপালের আবাসন বলে চিহ্নিত ওই ঐতিহ্যমন্ডিত আবাসনটি কলেজিয়েট স্কুলের প্রাঙ্গনে অবস্থিত।২০১৪ সাল অবধি মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ এই আবাসনটি ব্যবহার করলেও প্রায় ২০০ বছরের বাড়িটি সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই ২০১৪ সালে জরাজীর্ণ বাড়িটি ত্যাগ করেন তৎকালীন অধ্যক্ষ। এরপর থেকেই যেহেতু তাঁদের প্রাঙ্গনে আবাসনটি অবস্থিত তাই সেটি নিজেদের বলে দাবি করতে থাকেন কলেজিয়েট স্কুল কর্তৃপক্ষ। তারপরই থমকে যায় বাড়িটির সংস্কারের কাজ। মেদিনীপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ অতঃপর আদালতের দ্বারস্থ হন। ঐতিহ্যমন্ডিত ভবনটি কার দখলে থাকবে এই নিয়ে দুদলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। গোটা ঘটনায় তোলপাড় হয় মেদিনীপুর শহর। দীর্ঘক্ষনের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে গোলকুয়া চক থেকে রাজাবাজার যাওয়ার রাস্তা কারন এই রাস্তার ওপরই অবস্থিত কলেজ এবং কলেজিয়েট বিদ্যালয়। আর রাস্তা জুড়ে বসে থাকেন পড়ুয়ারা। সম্প্রতি আদালত একটি রায় দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ওই আবাসনটি মেদিনীপুর কলেজের সম্পত্তি এবং তাঁরাই ওই ভবনের সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের অধিকারী।

মালদ্বীপ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক কূটনীতির ঊর্ধ্বে : ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহ

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): মালদ্বীপ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক কূটনীতিরও ঊর্ধ্বেও। বললেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহ। মঙ্গলবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-বৈঠক ও দুই দেশের মধ্যে চুক্তি বিনিময়ের পর যৌথ বিবৃতি দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহ। যৌথ বিবৃতিতে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে সম্পর্ক কূটনীতির ঊর্ধ্বে। এই সফর আমাদের দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ।

ভারত সফরে আসা মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহর সঙ্গে মঙ্গলবার সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার দুপুরে দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে হয়েছে আলোচনা। বৈঠক শেষে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে বেশ কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চারদিনের সফরে সোমবার বিকেলেই দিল্লিতে এসেছেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি।

মাঙ্কিপক্স নিয়ে দেশবাসীকে অভয় দিলেন মনসুখ, ভয় না পেতে আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): মাঙ্কিপক্স নিয়ে দেশবাসীকে অভয় দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় মাঙ্কিপক্স নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার সময় দেশবাসীর কাছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া আহ্বান জানিয়েছেন, ভয় না পাওয়ার জন্য।

রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, ভারত ও বিশ্বে মাঙ্কিপক্স কোনও নতুন রোগ নয়, ১৯৭০ সালের পর আফ্রিকা থেকে অনেক এই ধরনের সংক্রমণ সামনে এসেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সার্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে। ভারতেও সার্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া এদিন আরও বলেছেন, বিশ্বে যখন সংক্রমণের বিষয়টি সামনে আসতে শুরু করে, তার আগে থেকেই ভারতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। কেরলে প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ার আগেই আমরা সমস্ত রাজ্যকে দিকনির্দেশনা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। রাজ্য সরকারগুলির সুবিধার্থে আমরা বিশেষজ্ঞ টিম পাঠিয়েছি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এদিন রাজ্যসভায় আরও জানিয়েছেন, ১ আগস্ট অবধি ভারতে মাঙ্কিপক্সে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭ (তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে)। কেরলে ৪ জন (একজনের মৃত্যু) ও দিল্লিতে ৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

আশ্বাসে সন্তুষ্ট ইয়াসিন মালিক, তিহার জেলে সমাপ্ত করলেন অনশন

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে সমস্ত দাবিদাওয়া। এই আশ্বাসে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের অনশন সমাপ্ত করলেন জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের প্রধান (নিষিদ্ধ) ইয়াসিন মালিক। সোমবার রাতে দিল্লির তিহার জেলে নিজের অনশন সমাপ্ত করেছেন ইয়াসিন মালিক। কারাগার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইয়াসিন মালিকের সমস্ত দাবিদাওয়া ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে, এরপর তিনি অনশন সমাপ্ত করেছেন।

মামলার তদন্ত নিয়ে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই, সেই অভিযোগ তুলে গত ২২ জুলাই থেকে তিহার জেলের মধ্যেই অনশন শুরু করেছিলেন ইয়াসিন মালিক। এই সময়ের মধ্যে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ২৬ জুলাই রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সুস্থ হওয়ার পর ২৯ জুলাই জেলে নিয়ে আসা হয়। কারাগার সূত্রের খবর, ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত দাবিদাওয়া পাঠানোর আশ্বাসে অনশন সমাপ্ত করেছেন ইয়াসিন মালিক। সন্ত্রাসবাদে অর্থ জোগানের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা হয়েছে কাশ্মীরের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দাবি করে। কিন্তু ইয়াসিনের আইনজীবী মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবনের আর্জি জানিয়েছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আর্থিক মদত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মামলায় জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) ২০১৯ সালে ইয়াসিন মালিককে গ্রেফতার করেছিল।

দিল্লিতে আরও এক নাইজেরিয়ার নাগরিক মাঙ্কিপক্সে সংক্রমিত, শুধুমাত্র রাজধানীতেই আক্রান্ত ৩ জন

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও এক নাইজেরিয়ার নাগরিক মাঙ্কিপক্সে সংক্রমিত হয়েছেন। এই নিয়ে দিল্লিতে মোট মাঙ্কিপক্সে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩। দেশজুড়ে মাঙ্কিপক্সের ভয় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কেরল, দিল্লি, রাজস্থানেও ঢুকে পড়েছে মাঙ্কিপক্সের ভয়। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। এবার দিল্লিতে নাইজেরিয়ার আরও এক নাগরিকের শরীরে সন্ধান মিলল মাঙ্কিপক্সের। মঙ্গলবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লিতে বসবাসরত নাইজেরিয়ার এক নাগরিকের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। উপসর্গ দেখা দেওয়ায় তাঁর শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এই নিয়ে দিল্লিতে মোট ৩ জন মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ। কাকলি

প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে সমন্বয় শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আন্তর্জাতিক অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ এবং মাদক পাচারের ঝুঁকি উদ্বেগজনক। তাই প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে সমন্বয় সমগ্র অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য অত্যাবশ্যক। মঙ্গলবার মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহের বৈঠকের পর, ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে বেশ কিছু সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমরা মালদ্বীপকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত ক্রেডিট প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে সমস্ত প্রকল্প সময় মতো সম্পন্ন করা যায়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমরা অতিরিক্ত ২০০০টি সামাজিক আবাসন ইউনিটের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করব।

পাকিস্তানের সন্দেহনজক ড্রোন ভারতে! এবারও ফিরে গেল বিএসএফ-এর গুলির ভয়ে

জম্মু, ২ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কানাচক সেক্টরে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ফের উড়তে দেখা গেল একটি সন্দেহজনক ড্রোন। রাতের অন্ধকারে ড্রোনের গতিবিধি নজরে আসতেই গুলি চালান সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র জওয়ানরা। এরপর সেই ড্রোনটি সম্ভবত পালিয়ে যায় পাকিস্তানের দিকে। বিএসএফ বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) জানিয়েছে, সোমবার রাত ৯.৩৫ মিনিট নাগাদ কানাচক সেক্টরে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে পাকিস্তানের দিক থেকে আলো জ্বলতে দেখা যায়, ভারতের দিকে এগিয়ে আসছিল সেই ড্রোনটি। ড্রোনের গতিবিধি নজরে আসতেই বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। এরপর ড্রোনটি সম্ভবত ফিরে যায় পাকিস্তানের দিকে, ড্রোনটিকে আর দেখতে পাননি বিএসএফ জওয়ানরা। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।

মোদী ও শাহের টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রোফাইল ছবির পরিবর্তন, জাতীয় পতাকা রাখলেন উভয়েই

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে নিজেদের প্রোফাইল ছবি পরিবর্তন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের ছবির পরিবর্তে প্রোফাইল ছবিতে ভারতের জাতীয় পতাকার ছবি আপলোড করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। অমিত শাহও টুইটারের প্রোফাইল থেকে নিজের ছবি সরিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা রেখেছেন। ভারত এখন স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর উদযাপন করছে। স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে """হর ঘর তিরঙ্গা"""" অভিযানের অধীনে টুইটারে নিজেদের ছবি পরিবর্তন করে জাতীয় পতাকা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রসঙ্গত, এবার ঘরে ঘরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। "আজাদি কা অমৃত মহোৎসব" গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হোক, দেশবাসীর কাছে এই আবেদন রেখেছেন তিনি। সেই অভিযানের সূচনা করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

E-TENDERING

On behalf of the Governor of Tripura, the Sub-Divisional Forest Officer, Teliamura invites e-tender (Single bid) for procurement of the following items from the eligible bidders upto 5.00 PM of 11-08-2022.
as per following terms condition as well as DNIT.

Sl No	Name of Item	Estimated cost (Rs. in Lakh)	Earnest Money (Rs.)	Cost of Bid Fee (Rs.)	Last date and Time for E-Bidding	Time and Date of opening of bid	Document Downloading And Bidding At Application	Class of Tenderer
1	Supply of daily Ration for 4 (Four) nos captive Elephant at Mungiakami Elephant Camp	29.08596	146000.00	1500.00	11-08-2022	12-08-2022 (if possible	https://tripuratenders.gov.in	Bonafied citizen of Tripura may apply.

Submitted by

Sd/-(Sabir Kanti Das)
Sub Divisional Forest Officer
Teliamura Forest Sub-division.

ICA-C-1627/22

Notice Inviting Short Tender
(Abridged Notice)

Director (Livelihood & Capacity Development) on behalf of Chief Executive Officer and Project Director, Tripura JICA Project (SCATFORM) invites technical and financial proposals within 12/08/2022 through Notice Inviting Short Tender for supply of Gondhaki (Homalomena Aromatica) polybag seedlings to various project districts under the Tripura JICA Project.
Details maybe downloaded from jica.tripura.gov.in / forest.tripura.gov.in

Sd/-Illegible
Director, Livelihood & Capacity Development
Tripura JICA Project (SCATFORM)

2. This is for your kind information and doing the needful please.

ICA-C-1631/22

PNIe-T NO:- 11/EE-I/2022-23, Dated 28/07/2022

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 12-08-2022 for 01 (One) No. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Sd/-Illegible
EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

ICA/C/1634/22

ত্রিপুরা সরকার
কর্ম বিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর
বিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ ফ্রি ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম

চাকরি প্রার্থীদের যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস ও মেনপাওয়ার প্লেনিং দপ্তরের অধীনে মডেল কেরিয়ার সেন্টার আগরতলার ব্যবস্থাপনায় একটি ফ্রি ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম আগামী ১৬ আগষ্ট ২০২২ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হল ঃ

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ- গ্রেজুয়েট।
২. বয়স ঃ- ১৮-২৫ বছর।
৩. বিষয় ঃ- স্পোকেন ইংলিশ, কমিউনিকেশন স্কিল, কেরিয়ার স্কিল, পারসোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, কম্পিটিটিভ এগ্জামের বিভিন্ন বিষয় যেমন জিকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ম্যাথ ইত্যাদি।
৪. কোর্স ডিউরেশন ঃ- ১৬-০৮-২০২২ থেকে ০৩-০৯-২০২২। সকাল ১১ থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।
৫. স্থান ঃ- VG Room, Model career center, Agartala, Shrama Bhavan, Office Lane Agartala.
৬. রেজিস্ট্রেশন ঃ- অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের লিংক ঃ- shorturl.at/hilnp.

MCC Agartala অফিসে এসেও আবেদন করা যেতে পারে।

বি.দ্র. এই ট্রেনিং কোনও চাকরির গ্যারান্টি বা অধিকার দেয় না, বিস্তারিত জানার জন্য 0381-232-6582 নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

Sd/-Illegible
Director

ICA/D/693/22 Employment services & Manpower Planning, Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 06/EE/E-CELL/ARDD/2022-23, dated: 01/08 /2022.

MEMO No. F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/21/1156-1163. dated : 01/08/2022.

Online Percentage rate bids in single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD FORM-7(SEVEN) upto 3:00 pm on 20/08/2022 for DNIeT No:- 10/EE/E-CELL/ARDD/2022-23, All details can be seen in the office of the undersigned. For details, please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in. For any quary please contact 9436969700.

Sd/-(Er. Othello Dewan).
Executive Engineer
E-Cell, ARDD; P.N. Complex
Agartala, West Tripura.

ICA/C/1623/22

বিজ্ঞপ্তি

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে B.Sc. (Hons.) Agriculture এ ভর্তির জন্য কলেজ অব এগ্রিকালচার, ত্রিপুরা, লেম্বুছড়া, পঃ ত্রিপুরাতে রাজ্য কৃষি দপ্তরের In-service Candidates এর ২টি সিট এর জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের আগামী ২০ই আগষ্ট, ২০২২ ইং এর মধ্যে আবেদন পত্র সহিত কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

(শরদিন্দু দাস)
কৃষি অধিকর্তা
ত্রিপুরা

ICA-D-692/22

NOTICE INVITING e-TENDER
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 17/EE/DWS/AGT-II/2022-23 dated 29/07//2022

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated / item rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/Central & State Sector for the works as detailed below:-

SL. NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	136/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 33.86.304..00	Rs. 67,726.00	120 days	Rs. 1,000.00	Appropriate Class
2.	137/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 33.86.304..00	Rs. 67,726.00	120 days	Rs. 1,000.00	Appropriate Class
3.	138/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 33.86.304..00	Rs. 67,726.00	120 days	Rs. 1,000.00	Appropriate Class
4.	139/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 67,67,507.00	Rs. 1,35,350.00	120 days	Rs. 4,000.00	Appropriate Class
5.	140/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 67,67,507.00	Rs. 1,35,350.00	120 days	Rs. 4,000.00	Appropriate Class
6.	141/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 67,67,507.00	Rs. 1,35,350.00	120 days	Rs. 4,000.00	Appropriate Class
7.	142/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 67,67,507.00	Rs. 1,35,350.00	120 days	Rs. 4,000.00	Appropriate Class
8.	143/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 67,67,507.00	Rs. 1,35,350.00	120 days	Rs. 4,000.00	Appropriate Class
9.	144/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 38,73,232.00	Rs. 77,465.00	180 days	Rs. 1,000.00	Appropriate Class
10.	145/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 38,73,232.00	Rs. 77,460.00	180 days	Rs. 1,000.00	Appropriate Class
11.	146/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 38,80,590.00	Rs. 77,612.00	180 days	Rs. 1,000.00	Appropriate Class
12.	147/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2022-23	Rs. 38,73,020.00	Rs. 77,640.00	180 days	Rs. 1,000.00	Appropriate Class

> Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 29/07/22 at 18.00 hours.
> Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 22/08/22 up to 15.00 hours.
> Date and Time for Opening of Bid- 22/08/22 at 15.30 hours.
> This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in & https://eprocure.gov.in/epublish as well as office of the undersigned at free of cost The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"
Sd/- Illegible
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura

ICA-C-1619/22

বিশালগড় প্রেস ক্লাবের বার্ষিক স্মরণিকা ‘শৃণ্বন্তু’র আবরণ উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ আগস্ট।। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের বার্ষিক স্মরণিকা ‘শৃণ্বন্তু’র শুভ আববণ উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বিশালগড় শুভদীপ মিলনায়তনে। শৃণ্বন্তু প্রকাশনা অনুষ্ঠানের শুভ উদ্ভোধন করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, ভাইস-চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব, বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিক সাধন দেবনাথ, স্বর্গীয় সুব্রত সাহার মাতা মায়া রানী সাহা,বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ ও সম্পাদক তাজুল ইসলাম এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় প্রেস ক্লাবের অন্যান্য সাংবাদিক গন, পৌরসভার কাউন্সিলর, ও বিশালগড়ের বিভিন্ন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান অতিথিগন , তারপর স্বর্গীয় দুই সাংবাদিক সুব্রত সাহা ও রনজিৎ দেবনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং এক মিনিট তাদের আত্মার শান্তি কামনায় নীরবতা পালন করা হয়।তারপর স্বাগত ভাষণ রাখেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম। তাজুল ইসলাম প্রেস ক্লাবের একটি স্থায়ী বসত ঘরের দাবি রাখেন উনার বক্তব্যে। তারপর একে একে সব প্রধান অতিথি গন তাদের বক্তব্য রাখেন।পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব উনার স্বল্প আলোচনায় সাংবাদিক দের ভূয়সি প্রশংসা করে বলেন সাংবাদিক দের স্থায়ি ঘর নেই একথা বললে ভুল হবে। কেননা প্রত্যেক সাংবাদিকের ঘর জনগণের হৃদয়ে আছে। কেননা করোনা মহামারীতে নিজেদের জীবন বিপন্ন রেখে নিঃ স্বার্থ ভাবে কাজ করে গেছেন সাংবাদিক বন্ধুরা। তাছাড়া খুব শীঘ্রই প্রেস ক্লাবের জন্য স্থায়ী ঘরের ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন।জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত ও উনার বক্তব্যে প্রেস ক্লাবের স্থায়ী ঘরের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে সাংবাদিকদের আশ্বস্ত করেন। উনি শৃণ্বন্তু এর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন মূলক প্রকল্প গুলো তুলে ধরার জন্য এবং প্রকল্প গুলো শৃণ্বন্তু র মাধ্যমে জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার জন্য বিশালগড় প্রেস ক্লাব কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ উনার সমাপ্তি ভাষনে শৃণ্বন্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।প্রতি বছর বিশালগড় প্রেস ক্লাব সমাজের প্রতি সাংবাদিক দের দায়বদ্ধতা, সমাজের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ, তাছাড়া সমাজের নাগরিকদের সচেতন নানা কাহিনী তুলে ধরেন শৃণ্বন্তু র মাধ্যমে।

বিশালগড় প্রেস ক্লাবের শৃণ্বন্তু র প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অন্যান্য সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি সমীর ভৌমিক, কার্যকরী সদস্য হারাধন দেবনাথ, অজয় পাল,সহ সম্পাদক খোকন ঘোষ সহ অন্যান্যরা। শুভদীপ মিলনায়তনে শৃণ্বন্তু আবরন উন্মোচন অনুষ্ঠান শেষে বিশালগড় প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে মিষ্টি ও জল বিতরণ করা হয়।

কেরলে মাঙ্কিপক্সে সংক্রমিত আরও একজন

তিরুবনন্তপুরম, ২ আগস্ট (হি.স.): কেরলে মাঙ্কিপক্সে সংক্রমিত হয়েছেন আরও একজন। এই নিয়ে শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলেই মাঙ্কিপক্সে সংক্রমিত হয়েছেন ৫ জন। ৩০ বছর বয়সী ওই রোগী মালাপ্পুরমের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত ২৭ জুলাই সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে কেরলের কোঝিকোড়ে এসেছিলেন ওই রোগী।কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ জানিয়েছেন, কেরলে আরও একজন মাঙ্কিপক্সে সংক্রমিত হয়েছেন। ৩০ বছর বয়সী ওই রোগী মালাপ্পুরমের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত ২৭ জুলাই সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে কেরলের কোঝিকোড়ে এসেছিলেন ওই রোগী।

রামবানে পুলিশ পোস্টের কাছে গ্রেনেড ফেটে বিস্ফোরণ, কেউ হতাহত হননি

জম্মু, ২ আগস্ট (হি.স.): জম্মু-কাশ্মীরের রামবান জেলায় পুলিশ পোস্টের কাছে গ্রেনেড ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটল। সৌভাগ্যবশত এই বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হননি। মঙ্গলবার সকালে রামবান জেলার গুল থানার অন্তর্গত একটি পুলিশ পোস্টের কাছে গ্রেনেড ফেটে বিস্ফোরণ হয়। জম্মু জোনের এডিজিপি মুকেশ সিং জানিয়েছেন, রামবান জেলার গুল থানার অন্তর্গত একটি পুলিশ পোস্টের কাছে গ্রেনেড বিস্ফোরণের পর একটি চিঠি পাওয়া যায়। সেই চিঠিতে দাবি করা হয়, জম্মু-কাশ্মীর ঘজনাভি ফোর্স এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জাতীয় পতাকা

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার নাগরিকগণ প্রত্যেক জেলার পঞ্চায়েত অফিস, ভিলেজ কমিটি, ওয়ার্ড অফিস ও রেশন সপ থেকে স্বল্পমূল্যে জাতীয় পতাকা সংগ্রহ করতে পারবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সফল করতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণ যাতে স্বল্পমূল্যে জাতীয় পতাকা কিনেন এজন্য সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান করা হচ্ছে।

এছাড়াও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সফল করতে রাজ্যব্যাপী প্রচার অভিযানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ লক্ষ্যে হোর্ডিং, ফ্ল্যাক্স লাগানো হয়েছে, এফ এম চ্যানেলে প্রচার অভিযান চলছে, বাংলা ও ককবরক ভাষায় অডিও প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়াও বাংলা ও হিন্দি ভাষায় প্রেরণামূলক ভিডিও তৈরি করা হবে, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের দ্বারা স্থানীয় টিভি চ্যানেলগুলিতে আবেদন জানানো হবে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীর আবেদনমূলক ভিডিওবার্তা প্রচারিত হয়েছে।

তাঁর দাবি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগরতলা শহরের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ, সিটি সেন্টার, হেরিটেজ পার্ক, এমবিবি কলেজ ও ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ‘সেলফি বুথ” তৈরি করা হয়েছে। এই সেলফি বুথে জাতীয় পতাকার সাথে ছবি তুলে harghartiranga.com এই ওয়েবসাইটে আপলোড করা যাবে। তাছাড়াও নিজ নিজ বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ছবি এই ওয়েবসাইটে আপলোড করা যাবে।

তাঁর বক্তব্য, গত ১৭ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জি কৃষাণ রেড্ডি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের আধিকারিকদের সাথে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সফল করতে বিভিন্ন সময়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও গত ২৫ জুলাই মুখ্যসচিবের উপস্থিতিতে বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও ৮ জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়েছিল।‘হর ঘর তিরঙ্গা’ মহান এই কর্মসূচিকে সফল করে দেশের সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রবাদী চিন্তা চেতনাকে সুদৃঢ় করার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী।আজাদি কা অমৃত মহোৎসব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ৫টি থিমের উপর ভিত্তি করে পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ইভেন্টে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর দাবি, উল্লেখযোগ্য ইভেন্টগুলির মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা অনলাইনে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৫ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে প্রথম কিস্তি প্রদান, এম বি বি বিমানবন্দরের নতুন সুসংহত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন, মিশন-১০০ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প এবং মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার উদ্বোধন, ত্রিপুরার ৫০তম পূর্ণরাজ্য পালনের অঙ্গ হিসেবে পোস্টাল স্ট্যাম্প প্রকাশ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নাগরিকদের স্টেট সিভিল অ্যাওয়ার্ড এবং স্টেটহুড অ্যাওয়ার্ড প্রদান ইত্যাদি। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফও amritmahotsav.nic.in পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট এবং ফটোগ্রাফ amritmahotsav.nic.in পোর্টালে আপলোড করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে সপ্তম স্থানে রয়েছে, দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বটতলায়

● প্রথম পাতার পর

কষ্টকর হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলা হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।একের পর এক রাজধানী আগরতলা শহর এলাকাসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমণে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির কাজ স্বচ্ছতার সাথে দ্রত বাস্তবায়ণ করতে হবেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আধুনিকীকরণ করার পাশাপাশি রাজ্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির কাজ স্বচ্ছতার সাথে দ্রত বাস্তবায়ণ করতে হবে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে বিদ্যুৎ দপ্তরের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যারা বিদ্যুৎ পরিষেবা নিতে চায় তাদের উৎসাহিত করে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। প্রয়োজনে হুক লাইন ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন। গ্রাহকগণ কোনো প্রকার হয়রানির শিকার যাতে না হন সেই বিষয়ে দপ্তরকে নজর রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্গাপূজার সময় যাতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ রাখতে এখন থেকেই গুরুত্ব সহকারে কাজ করা দরকার।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রাহক সেবা কেন্দ্রগুলিতে গ্রাহকরা ফোন করলে অবশ্যই গ্রাহকদের সঙ্গে বিনমতার সাথে ব্যবহার করা ও সঠিক তথ্য গ্রাহকদের দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্যের বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনগুলির সময় সময়ে পরিদর্শন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ট্রান্সফরমারগুলির রক্ষণাবেক্ষণনের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যে চিহ্নিত অমৃত সরবোরগুলির চারপাশে সোলার লাইট দিয়ে সজ্জিত করার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যৎ নিগমের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন।

সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যৎ দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে জানান, রাজ্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যৎ সরবরাহের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। তিনি বলেন, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আরও সাব-স্টেশন সারা রাজ্যে স্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, সারা রাজ্যে মোট ২২,৫০০ স্ট্রিট লাইট লাগানো হয়েছে। আরও লাইট লাগানোর প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ স্টাডি ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে। এবছরের জলাই মাস পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কুসুম পরিকল্পনায় ১, ০৫৭টি সোলার পাম্প দেওয়া হয়েছে। আরও দেওয়ার লক্ষমাত্রা রয়েছে যা আগামী বছর ফেবয়ারি মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে একটি সৌর বিদ্যৎ ভিত্তিক মডেল গ্রাম গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সভায় সচিব, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, ট্রান্সমিশন লাইন, রাজ্যে বিদ্যৎ গ্রাহকের সংখ্যা, বিদ্যৎ উৎপাদনকেন্দ্র নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় সচিব দপ্তরের পূজার আগে বিভিন্ন কর্মসূচি, বর্ষার পূর্বে এবং পরে দপ্তরের কর্মসূচি, জাম্পারগুলির মেরামত, গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ নিগমের কল সেন্টারকে আরও উন্নত ও কার্যকরি করে তোলার নির্দেশ দেন।

পর্যালোচনা সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যৎ নিগমের চিফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস সরকার সহ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

কাণ্ডে একটি মামলা করা হয় অমরপুর থানায়। সেই মোতাবেক অমিতা রিয়াং নামে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন পুলিশ।

মঙ্গলবার অভিযুক্ত মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং শারীরিক অবস্থা বেগতিক দেখে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পুলিশ অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল বাবু সাঁই রিয়াং শরণার্থী ক্যাম্প থেকে একটি শিশু কন্যাকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসীরা ধরে ফেলে।

অভিযুক্তকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে অভিযুক্ত অমরপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসাধীন। তবে ঘটনার দায় একেবারে অস্বীকার করেন শিশু পাচার কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত অমিতা রিয়াং।

পুলিশ শিশু পাচার কাণ্ডের মূল রহস্য উন্মোচন করতে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

মমতা

● প্রথম পাতার পর

বাকি দু’টি দল গিয়েছে দক্ষিণের দিকে। এর মধ্যে আনন্দপুরে একটি দল গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্য দলটি গিয়েছে ল্যান্সডাউনে।

সূত্রের খবর, বরাহনগরের নেল আর্ট শপে ইডি-র তল্লাশি অভিযান হয়েছে। পণ্ডিতিয়া রোডের ‘ফোর্ট ওয়েসিস’ আবাসনেও হানা দিয়েছে ইডি। ব্লক সিক্সের ৫০৩ নম্বর ফ্ল্যাটে অভিযান চালায় তাঁরা। মাদুরদহের ‘ওম ভিলা’ আবাসনে তল্লাশি অভিযানে ইডি-র আধিকারিকরা।

ইডি সূত্রে খবর, ওই আবাসনে পাহারা দিতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। ফ্ল্যাটের পরিচারিকা এবং কেয়ারটেকারের সঙ্গে কথাও বলেন তাঁরা। তাঁদের কাছে বেশ কয়েকটি নাম জানতে চাওয়া হয়েছে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদও। জানা গিয়েছে, এখানে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের একটি জমি ছিল। যেখানে কয়েকজন ফ্ল্যাটও কেনেন বলে খবর। সেই সংক্রান্ত তথ্য জানতেই তল্লাশি অভিযান চালান হয় মাদুরদহে।

ইডির এই তল্লাশি অভিযানে প্রশ্ন উঠেছে তবে কি নতুন কোনও তথ্য ইডির হাতে এসেছে? সেই তথ্য তবে কী? যে যে জায়গায় ইডি অভিযান চালাচ্ছে, সেই সব জায়গাতে কি প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ কারও বাড়ি রয়েছে? ইডি সূত্রে অবশ্য এই সব প্রশ্নের কোনও জবাব মেলেনি।

অসমে করোনায় আরও ৫০৮ জন আক্রান্ত, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ ৬১৮ জন

গুয়াহাটি, ২ আগস্ট (হি.স.) : অসমে নতুন করোনা রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৫০৮ জন। পাশাপাশি ওই সময়কালে সংক্রমণমুক্ত বলে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে ৬১৮ জনকে। তবে রাজ্য সরকার এখনও করোনা-রোধে কোনও কঠোর নির্দেশনা জারি করেনি। জানা গেছে, করোনার চতুর্থ ঢেউয়ে এখন পর্যন্ত পাঁচ হাজারের বেশি সংক্রমিত হয়েছেন।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সোমবার রাতে করোনা সংক্রান্ত যে বুলেটিন জারি করেছে তাতে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে মোট ৫০৮ জন নতুন সংক্রমিতকে শনাক্ত করা হয়েছে। একই সময়কালে ৬১৮ জন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এতে রাজ্যে সক্রিয় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫,২৯৬। রাজ্যে পজিটিভ হার ৬.৭৩ শতাংশ এবং আরোগ্য ৯৮.২০ শতাংশ।

ওই ২৪ ঘণ্টায় ৭,৫৪৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ডিব্রুগড় এবং লখিমপুর জেলায় সর্বাধিক ৪৬ জন রোগীর তথ্য প্রকাশ হওয়ায় দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। এছাড়া কামরূপ (মেট্রো) জেলায় ৩৮ জন, শোণিতপুর জেলায় ২৮ জন এবং বিশ্বনাথ জেলায় সর্বাধিক ২৬ জনকে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত বলে তথ্য দিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে জানানো হয়েছে, নতুন ও পুরনো ঢেউয়ে অসমে এখন পর্যন্ত মোট ২,৮৫,৪৬,১৩০ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ থেকে ৭,৩৯,৫১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এছাড়া ৭,২৬,২০১ জন সুস্থ হলে তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

নয়া প্রযুক্তি অর্থনীতিকে আরও পরিচ্ছন্ন করবে, ইউপিআই-এর সাফল্যে খুশি মোদী

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি. স.) : ইউপিআই-এর সাফল্যে খুশি হয়ে টুইট করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন একটি ইংরেজি দৈনিকের খবরের অংশ যুক্ত করে ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) এর সাফল্যের কথা টুইটারে লিখেছেন। সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, “এটি একটি অসামান্য কৃতিত্ব। এটি নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং অর্থনীতিকে পরিষ্কার করার জন্য ভারতের জনগণের সম্মিলিত সংকল্পকে নির্দেশ করছে। করোনা মহামারীর সময় ডিজিটাল পেমেন্ট বিশেষভাবে সহায়ক ছিল।“ ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস জুলাই মাসে ৬ বিলিয়নের বেশি লেনদেন করেছে: ২০১৬ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে এটি ভারতের ফ্ল্যাগশিপ ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ হিসেব। প্ল্যাটফর্মটি পরিচালনা করে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। তাদের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ইউপিআই ৬.২৮ বিলিয়ন লেনদেন হয়েছে। এর পরিমাণ ১০.৬২ ট্রিলিয়ন টাকা। মাসে মাসে, লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে ৭.১৬ শতাংশ এবং মূল্য বেড়েছে ৪.৭৬ শতাংশ। বছরে লেনদেনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, লেনদেনের আর্থিক মূল্য ৭৫ শতাংশ বেড়েছে।

দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে মুর্তি পাড়ায় ব্যস্ততা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। তারপর এই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। হাতে আর মাত্র ৬২ টি দিন বাকি। পুজো যত এগিয়ে আসছে মূর্তিপাড়ায় ব্যস্ততা ততই চরম আকার ধারণ করছে। গত দু’বছর ছিল করোনা ভাইরাসের দাপাদাপি। যার কারনে বাজার ছিল মন্দা। কিন্তু এ বছর অনেকটাই সুস্থ পরিস্থিতি আগের তুলনায়। তাই মায়ের আরাধনার প্রস্তুতিও চলছে জোর গতিতে। রাজধানীর কুমোর পাড়া গুলিতে শুরু হয়ে গেছে মূর্তি বানানোর কাজ। অন্যবারের তুলনায় এবারে চাহিদা একটু বেশিই রয়েছে। বড় বাজেটের পূজো রয়েছে কয়েকটি। তবে বাজারে জিনিসপত্রের দাম থাকায় মূর্তির দাম একটু বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছেন মৃৎশিল্পীরা।

কর্মচারীদের

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের জন্য ঘোষিত স্বাস্থ্য বীমাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এই সংশোধণ আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন গাইডলাইন ২০২২ সংশোধনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকটাই শিথিলতা আনা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গণবন্টন ব্যবস্থায় এখন থেকে সোয়া চাংক -এর ২০০ গ্রাম প্যাকেট দেওয়ার। এক্ষেত্রে প্রতিমাসে প্রতি পরিবারকে ২০০ গ্রাম সোয়া চাংক -এর প্যাকেট দেওয়া হবে। তাছাড়াও রাজ্য সরকার ক’ষকদের কথা বিবেচনা করে সুসংহত শস্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে রাজ্যে অতিরিক্ত ২০ হাজার হেক্টর চাষযোগ্য জমি ধান চাষের আওতায় আনা হবে। তাছাড়াও এই কর্মসূচিতে কৃষকদের বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হবে।

শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

আরটি-পিসিআরে ৬ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১৭২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ৬.৪৯ শতাংশ। সুস্থ হয়েছেন ৪২৫ জন।

ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৪৫৭ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৬৭৪৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৪২৯৫ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.১৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৭.৭০ শতাংশ। এদিকে ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯২৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২৬ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১১ জন, খোয়াই জেলায় ৮ জন, গোমতী জেলায় ২১ জন, ধলাই জেলায় ১০ জন, ঊনকোটি জেলায় ১৭ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩০ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ৫৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

চরমে

● প্রথম পাতার পর

টাকা শ্রমিকদের বকেয়া পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। আজ সকালে এক মহিলা শ্রমিককে কাজ থেকে বেরিয়ে যাবার কথা বললে বিপত্তি বাঁধে।

সকল শ্রমিকরা একযোগ কাজ ছেড়ে দিয়ে আন্দোলন করতে থাকে মালিকের বিরুদ্ধে। এর ফলে বিপাকে পড়তে হয় যানচালকদের। দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ থাকে পেট্রোল পাম্প। তারপরও মালিক তার সিদ্ধান্তে অনড়। শ্রমিকরা জানায় তাদের সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে। সেই সাথে শিফটিং ডিউটির ব্যবস্থা করা, তাদের বিশ্রামের জন্য শেড তৈরি করা এবং সাড়ে ৭০০০ টাকা করে প্রতি মাসে বেতন দিতে হবে। এছাড়াও শ্রমিকদের সাথে দুর্ব্যবহার করা চলবে না। ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন এবং তারা মালিকপক্ষের সাথে শ্রমিকদের বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবেন বলে জানান।

প্রয়োজন বোধে প্রশাসনের কাছে এই বিষয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে।যদি এতে কিছু না হয় তাহলে এই বিষয়ে আইননুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান। এই ঘটনায় সকাল থেকে নিখিল পেট্রোলিয়াম এজেন্সিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও পেট্রোল পাম্পের মালিক রিংকু দেবনাথের স্বামী প্রতীক পোদ্দার শ্রমিকদের এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেন। শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছে।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রিসভার বৈঠকে পূর্ত দপ্তরে ২০০ জনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১০০ জন ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস গ্রেড-৫(এ) এবং ১০০ জন গ্রেড-৫ (বি) জনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হবে। শীঘই টিপিএসসি’র মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তিনি জানান, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে ১০০ জন স্টাফ নার্স নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ২২টি ফার্মাসিস্ট (হোমিওপ্যাথি), ২৫ টি ফার্মাসিস্ট (আয়ুর্বেদিক) এবং ৩৯টি ল্যাবোরেটরি টেকনিসিয়ান (ব্লাড) পদে লোক নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

তাছাড়াও মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে মাল্টিপারপাস সুপারভাইজার পদে ৯০টি প্রোমোশনাল পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের রিপসেট-এ বিভিন্ন বিভাগে ৪টি সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের সিদ্ধান্তও অনুমোদিত হয়েছে মন্ত্রিসভায়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে ২৫টি সুপারনিউমেরারি পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে যারা গ্রেড-৪ এ রয়েছেন তাদের গ্রেড-৩ (ড্রাইভার) পদে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লংতরাই ভ্যালিতে স্কুল ক্রিকেট ছাওমনু দ্বাদশের প্রথম জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ছাওমনু দ্বাদশ। তাও ছৈল্যাংটা দ্বাদশ-কে হারিয়ে। আর এই জয়ের সুবাদে তারা একেবারে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে। যদিও পাঁচ দলীয় লীগ ক্রিকেট আসরে প্রতিটি দলের আরও দুটি করে ম্যাচ খেলা বাকি রয়েছে। ধলাইয়ের ছৈল্যাংটায় ঘাগড়াছড়া হাই স্কুল গ্রাউন্ডে খেলা চলছে। উদ্যোক্তা লংতরাই ভ্যালি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। অনূর্ধ ১৭ আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের পঞ্চম ম্যাচ। বৃষ্টি বিঘ্নিত পরিস্থিতিতে আজ, মঙ্গলবারেও ম্যাচে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৫ করা হয়েছিল। ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ছাওমনু দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল প্রথমে ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৩.২ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ছাওমনু দ্বাদশ ২০৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার উৎসব দত্ত দুর্দান্ত খেলে অর্ধশত রান সংগ্রহ করে। উৎসব ৪৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৪ রান পায়। এছাড়া, নয়ন বণিকের ২২ রান, শুভজিৎ সাহার ১৯ রান, শেখর ঘোষের ১৬ এবং কৃশান বড়ুয়ার ১৫ রান এর দৌলতে দলের স্কোর ডাবল সেঞ্চুরি অতিক্রম করে। তবে অতিরিক্ত খাতে প্রাপ্ত ৫৬ রানের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।ছৈল্যাংটা দ্বাদশের বোলার বিশাল দেবনাথ, অছ মোহন ত্রিপুরা, রাজ দেওয়ান ও কৌশ রায় - প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ছৈল্যাংটা দ্বাদশ স্কুল ১৫.২ ওভার খেলে ৯৫ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে ওপেনার কৌশ রায় দুর্দান্ত খেলে ৪৫ রান সংগ্রহ করলেও অন্যরা কেমন উইকেটে দাঁড়াতে পারেনি। কৌশ ২৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪৩ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া অছ মোহন ত্রিপুরা ১৬ রান পেয়েছিল। অতিরিক্ত খাতে ২৯ রান আসলেও দলীয় স্কোর শতরানে পৌঁছায়নি। ছাওমনু দ্বাদশের বোলার কিশান বড়ুয়া একাই চারটি উইকেট তুলে নেয় ২৬ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, নয়ন বনিক ৭ রানে এবং অয়ন বড়ুয়া ৩০ রানের বিনিময়ে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। ছাওমনু দ্বাদশ ১০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। এর সুবাদে তারা চার পয়েন্টও পেয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের নিরিখে বিজয়ী দলের নয়ন বণিক পেয়েছে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। দিনের খেলা:তুইকর্মা তুইসা স্কুল বনাম মনুঘাট দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল।

চেস অলিম্পিয়াড, চেন্নাইয়ে জমজমাট পুরুষদের শীর্ষে ভারত, মহিলারা ২য় শীর্ষে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, চেন্নাই, ২ আগস্ট।। চেন্নাইয়ে চেস অলিম্পিয়াড এখন জমজমাট পর্যায়ে। ওপেন বিভাগ অর্থাৎ পুরুষদের গ্রুপে ভারতীয়-বি দল এককভাবে শীর্ষে রয়েছে। ৪ রাউন্ড শেষে দলগত ১৫ পয়েন্ট পেয়ে এ পর্যন্ত শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। ভারতীয় মহিলারাও ১৩.৫ পয়েন্ট পেয়ে যৌথভাবে দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করছে। এক্ষেত্রে শীর্ষে পোল্যান্ড ১৪ পয়েন্ট নিয়ে। মোট ১১ রাউন্ডের খেলা। চতুর্থ রাউন্ডের খেলা শেষে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই বিভাগে ভারতীয় দাবড়ুরা মিশ্রভাবে সাফল্যের মধ্যেই রয়েছে। ২৯ জুলাই, শুক্রবার প্রথম রাউন্ডে ভারতীয় দাবাড়ুরা প্রত্যেকে দারুন পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছিলেন। পুরুষ বিভাগে ভারতীয়-এ দল পরপর তিন রাউন্ডে যথাক্রমে জিম্বাবুয়ে, মলডোভা, গ্রীস-কে হারিয়েছে। সোমবার চতুর্থ রাউন্ডে ফ্রান্সের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। আজ পঞ্চম রাউন্ডে ১২.৫ পয়েন্ট নিয়ে খেলছে রোমানিয়ার (১২) বিরুদ্ধে। ভারতীয়-বি দল পরপর চার রাউন্ডে যথাক্রমে সংযুক্ত আরব এমিরেটিস, এস্টোনিয়া, সুইজারল্যান্ড ও ইতালি-কে হারিয়েছে। আজ পঞ্চম রাউন্ডে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে স্পেনের (১৩) বিরুদ্ধে খেলছে। ভারতীয়-সি দল প্রথম তিন রাউন্ডে যথাক্রমে সাউথ সুদান, মেক্সিকো ও আইসল্যান্ড-কে হারালেও চতুর্থ রাউন্ডে স্পেনের কাছে ১.৫-২.৫ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছে। আজ পঞ্চম রাউন্ডে ১১ পয়েন্ট নিয়ে খেলছে চিলির (১১) বিরুদ্ধে।

মহিলা বিভাগে ভারতীয়-এ দল প্রথম চার রাউন্ডে যথাক্রমে তাজিকিস্তান, আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড ও হাঙ্গেরি-কে হারিয়েছে। আজ পঞ্চম রাউন্ডে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে খেলছে ফ্রান্সের (১৩.৫) বিরুদ্ধে। ভারতীয়-বি দল প্রথম চার রাউন্ডে যথাক্রমে ওয়েলস লাটভিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও এস্তোনিয়া-কে পরাজিত করেছে। আজ পঞ্চম রাউন্ডে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে খেলছে জর্জিয়ার (১২) বিরুদ্ধে। ভারতীয়-সি দল প্রথম তিন রাউন্ডে যথাক্রমে হংকং, সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রিয়া-কে হারালেও চতুর্থ রাউন্ডে জর্জিয়ার কাছে ১-৩ এ পরাজয় স্বীকার করে পয়েন্ট খুইয়েছে। আজ পঞ্চম রাউন্ডে ১০.৫ নিয়ে খেলছে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে। খবর লেখা পর্যন্ত সময়ে খেলা চলছে, তবে আশা করা হচ্ছে ভারতীয় প্রতিটি দল জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই এগোবে।

৪ আগস্ট থেকে আন্তঃ অফিস ক্রীড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। আন্ত অফিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামী ৪ আগস্ট থেকে। এবার এই আসর শুরু হবে ক্যারাম প্রতিযোগিতা দিয়ে। ত্রিপুরা আন্ত: অফিস ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থার পক্ষ থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার সচিব রাজীব চ্যাটার্জী জানান প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ৪৯ তম আন্ত: অফিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হবে ক্যারাম খেলার মধ্যে দিয়ে। এই ক্যারাম প্রতিযোগিতা চলবে চার আগস্ট থেকে আট আগস্ট পর্যন্ত। তারপর ক্রমে ক্রমে তিন মাস ব্যাপী হবে আর্ম রেসলিং, অকশন ব্রিজ, চায়না ব্রিজ, ব্যাডমিন্টন, সুইমিং সহ আরো অনেক খেলা। ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হবে আরসিসিতে আর সুইমিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে উমাকান্ত সুইমিংপুলে, টেবিল টেনিস হবে এজি”র রিক্রিয়েশন সেন্টারে আর ভলিবল সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতা হবে উমাকান্ত প্লে গ্রাউন্ডে। সমস্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে কোভিড প্রটোকল মেনে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে ৩ নভেম্বর ২০২২ রবীন্দ্র ভবনের ২ নং হলে।

হাতাহাতির লড়াই গ্যাপলিং-এর জাতীয় আসরের জন্য রাজ্যে ওপেন সিলেকশন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। হাতাহাতির লড়াই বা কুস্তি প্রকারান্তরে আরেক নাম গ্র্যাপলিং। বেশ কয়েক বছর ধরেই এটি জাতীয় ও রাজ্য আসরে প্রতিযোগিতার রূপ পেয়েছে। উল্লেখ্য, ১৫-তম জাতীয় গ্র্যাপলিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ অনুষ্ঠিত হচ্ছে হরিয়ানার সোনিপাত-এ। ১৮ থেকে ২১ আগস্ট এই গ্র্যাপলিং জাতীয় আসর অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা দল এতে অংশ নিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে। ওপেন সিলেকশনের মাধ্যমে গ্র্যাপলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা রাজ্য দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যারা জাতীয় ও রাজ্য জুডো, রেসলিং, কুরাশ, গ্র্যাপলিং ও মিক্সড মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পদক অর্জন করেছেন, তাদের মধ্য থেকে ইচ্ছুক খেলোয়াড়রা রাজ্য গ্র্যাপলিং দলে স্থান পেতে গ্র্যাপলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা আয়োজিত ওপেন সিলেকশন ট্রায়ালে অংশ নিতে পারেন। ইচ্ছুক খেলোয়ারদের অবশ্যই গ্র্যাপলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার জেনারেল সেক্রেটারি উত্তম আচার্যের সঙ্গে ফোনে ৯৮৫৬৫৬৫৫০০ নম্বরে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

বিলোনিয়ায় ফুটবল : এপার-ওপার বাংলাকে হারিয়ে স্যাংচুয়ারি শেষচারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেল তৃষ্ণা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি দল। উত্তেজনাপূর্ণ কোয়ার্টার ফাইনালে স্যাংচুয়ারি দল দুই গোলে পরাজিত করে এপার বাংলা ওপার বাংলা-কে। বিলোনিয়ায় বড় পাথারিতে আয়োজিত সুখেন চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে। বড়পাথরি স্কুল মাঠে হচ্ছে নক আউট ফুটবলের ওই আসর। এদিন তৃষ্ণা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি এবং এপার বাংলা ওপার বাংলা-র কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ ছিল। তৃষ্ণা ওয়ার্ল লাইফ স্যাংচুয়ারি ২-০ গোলে এপার বাংলা ওপার বাংলা-কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের বয়ার জমাতিয়া ও জরিদা ডার্লং খেলার দুই অর্ধে দুটি গোল করে দলকে জয় নিশ্চিত করে দেয়। দুদলই শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও এপার বাংলা ওপার বাংলা কার্যত নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকারের অভাবে গোল পরিশোধ করতে পারেনি। দুই গোলে জয়ের সুবাদে তৃষ্ণা ওয়ার্ল লাইফ স্যাংচুয়ারি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। খেলা পরিচালনা করেন রেফারি অভিজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ দাস ও সঞ্জয় বিশ্বাস। পরবর্তী খেলা: ৪ আগস্টে, কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ- চিকন থলি ফুটবল ক্লাব বনাম কর্ণপাড়া বোখারী বাদল।

পিত্রাকামি সুপার কাপ ফুটবলে পুলিসকে হারিয়ে ফাইনালে আমলক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। কিল্লাই পিত্রাকামি ফুটবলে দারুন চমক। এক প্রকার অঘটন ঘটিয়ে ফাইনালে আমলক কামি দল। পরাজিত করলো আসরের হট ফেভারিট ত্রিপুরা পুলিসকে। পিত্রা কামি সুপার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়। আসরের উদ্যোক্তা হোলি অ্যাসোসিয়েশন(পিত্রা কামি ক্লাব)। মঙ্গলবার পিত্রা কামি স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। আসরের প্রথম সেমিফাইনালে এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন আমলক কাম দলের ফুটবলাররা। শক্তি, গতি এবং দক্ষতায় পুলিসের ফুটবলারদের টেক্কা দেন একঝাঁক উপজাতি ফুটবলারদের নিয়ে গড়া আমলক কামি দল। বিজয়ী দল দুই অর্ধে দুটি গোল করেন। তবে সমতা ফেরানোর মতো সুযোগ পেয়েছিলো পুলিস। কিন্তু আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় বিপক্ষের জাল নাড়াতে পারেনি। বিজয়ী দলের পক্ষে জাবেত ডার্লং এবং কুচাং জমাতিয়া গোল করেন। খেলা পরিচালনা করেন সরল কুমার জমাতিয়া। আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কাইন্তা কামি দল খেলবে শক্তিশালী ফ্রেন্ডস ইউনিয়েনর বিরুদ্ধে।

নতুন অধিনায়ক পাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নতুন অধিনায়ক পাচ্ছে বাংলাদেশ। নেতৃত্ব দেবেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। দলের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বাঁ হাতের তর্জনীতে চোট পেয়েছিলেন এই সিরিজে বাংলাদেশের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহন। তাঁর জায়গায় তৃতীয় ম্যাচে মোসাদ্দেককে নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে। বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে বিভিন্ন দলকে নেতৃত্ব দিলেও এখনও পর্যন্ত জাতীয় দলে কোনও দিন নেতা হননি মোসাদ্দেক। দু’টি ম্যাচে বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে সিলেট থান্ডারের অধিনায়ক তিনি। নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। অভিজ্ঞতা থাকার কারণেই তাঁকে বেছে নেওয়া হয়েছে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দারুণ বল করেছিলেন মোসাদ্দেক। চার ওভারে ২০ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন। সাত উইকেটে জেতে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে জিম্বাবোয়ে জিতেছে ১৭ রানে। ফলে তৃতীয় ম্যাচ সিরিজ নির্ণায়ক হতে চলেছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশের প্রথম একাদশেও বদল হয়েছে। নুরুলের বদলে এসেছেন মাহমুদুল্লা। সাদা বলের সিরিজে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে।

পিএসজির জয়ে নায়ক সেই নেমার

ফরাসি সুপার কাপে বড় জয় পেল প্যারিস সাঁ জারমাঁ। রবিবার নঁতে-কে ৪-০ হারাল তারা। জোড়া গোল করে নায়ক নেমার দা সিলভা স্যান্টোস জুনিয়র। অন্য দু’টি গোল লিয়োনেল মেসি এবং সের্খিয়ো র‍্যামোসের। ইজরায়েল-য়ের তেল আবিবে ব্লুমফিল্ড স্টেডিয়ামে রবিবার ফুটবল ভক্তদের নিরাশ করেননি পিএসজি-র মহাতারকারা। প্রথম গোলটি করে দর্শকদের মাতিয়ে দেন মেসিই। ২২ মিনিটের মাথায় সেই গোলের বলটি বাড়ান নেমার। দুরূহ কোণ থেকে দৃষ্টিনন্দন গোল করে দর্শকদের আনন্দ দেন মেসি। বাঁকানো ফ্রি-কিকে দ্বিতীয় গোল করেন নেমার। প্রথমার্ধে ২-০ এগিয়ে থাকার পরে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যাকহিলে গোল করেন র‍্যামোস। গত মরসুমে রিয়াল মাদ্রিদ থেকে সই করার পরে চোটের জন্য প্রায় মাঠেই নামা হয়নি তাঁর। এই গোল তাই দলকে আশ্বস্ত করবে। চতুর্থ গোলটি পেনাল্টি থেকে করেন নেমার। ফিরলেন রোনাল্ডো: স্পেনের দল রায়ো ভায়োকানোর বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে ফিরলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। যদিও তাঁকে মাঠে দেখা গিয়েছে শুধু ৪৫ মিনিটের জন্য। ম্যাচ শেষ হয় ১-১ ফলে। পরে গণমাধ্যমে রোনাল্ডো লেখেন “ফিরে আসতে পেরে খুশি।”

ভারোত্তলনে হরজিন্দরের পদক জয়ে খুশির আবহ দেশজুড়ে, অভিনন্দন ও শুভকামনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসের ভারোত্তলন থেকে ফের পদক জিতেছে ভারত। মেয়েদের ৭১ কেজি বিভাগে দেশকে ব্রোঞ্জ পদক এনে দিয়েছেন হরজিন্দর কউর। হরজিন্দরের পদক জয়ে খুশির আবহ গোটা দেশজুড়ে, শুভকামনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমাদের ভারোত্তলকরা বার্মিংহাম কমনওয়েলথে দারুণ পারফর্ম করছেন। সেই ধারা অব্যাহত রেখে, হরজিন্দর কউর ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। তাঁকে অভিনন্দন ও ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা করছি।’

স্ন্যাচের প্রথম প্রচেষ্টায় ৯০ কেজি ভার তুলতে ব্যর্থ হন হরজিন্দর। তবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সাফল্যের সঙ্গে ৯০ কেজি তুলে ফেলেন। তৃতীয় প্রচেষ্টায় হরজিন্দর ৯৩ কেজি ভার তোলেন। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ভারতীয় তারকা প্রথম প্রচেষ্টায় ১১৩ কেজি ভার তোলেন। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১১৬ কেজি এবং তৃতীয় প্রচেষ্টায় ১১৯ কেজি ভার তোলেন হরজিন্দর। অর্থাৎ, ক্লিন অ্যান্ড জার্কে তাঁর সেরা পারফর্ম্যান্স ১১৯ কেজি। সুতরাং স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে মোট ২১২ কেজি ভার তুলে পোডিয়াম ফিনিশ করেন হরজিন্দর।

এই ইভেন্টে ২২৯ কেজি ভার তুলে সোনা জেতেন ইংল্যান্ডের সারা ডেভিস। কানাডার অ্যালেক্সিস ২১৪ কেজি ভার তুলে রুপো জেতেন।

আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল নামেই খেলবে লাল-হলুদ

ইস্টবেঙ্গলের ১০৩তম প্রতিষ্ঠা দিবসেই সেরা প্রাপ্তি লাল-হলুদ সমর্থকদের! আইএসএলে তাঁদের প্রিয় ক্লাবের আগে নতুন লগ্নিকারী সংস্থা ইমামি গোষ্ঠীর নাম থাকছেনা। ইস্টবেঙ্গল এফসি নামেই খেলতে দেখা যাবে লাল-হলুদের ফুটবলারদের। সোমবার সন্ধ্যায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে উৎসবের আবহেই জানালেন লগ্নিকারী সংস্থার ডিরেক্টর আদিত্য বর্ধন আগরওয়াল। আজ, মঙ্গলবার বিকেলে নতুন লগ্নিকারীর সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ইস্টবেঙ্গলের। তার চব্বিশ ঘণ্টা আগে সংস্থার অন্যতম প্রধান কর্তা বলে দিলেন, “আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল এফসি নামেই খেলবে দল। কারণ, প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী ক্লাবের নামের আগে সংস্থার পরিচিতি ব্যবহার করা যায় না।” এর পরেই তাঁর আশ্বাসবাণী, “দল তো আমরা ভাল করবই। সমর্থকদের সঙ্গে আবার দেখা হবে ট্রফি-সহ।” কলকাতা লিগ ও ডুরান্ডে অবশ্য ইমামি ইস্টবেঙ্গল নামে খেলবে দল। সোমবারই নওরেম মহেশ সিংহ ও সুহের ভি পি-র ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলা কার্যত চূড়ান্ত হয়ে গেল। লগ্নিকারী সংস্থার প্রধানের ঘোষণায় লাল-হলুদ সমর্থকদের উন্মাদনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। উৎসব অবশ্য সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ময়দানে ইস্টবেঙ্গলের ক্লাব তাঁবুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে, পতাকা উত্তোলন করে ও কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বিকেলে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে রীতিমতো নক্ষত্র সমাবেশ। শ্যাম থাপা, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, গৌতম সরকার, সমরেশ চৌধুরী, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, লিয়েন্ডার পেজ, ঝুলন গোস্বামী, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরীর নাতি অমরেশ চৌধুরী। দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও সুজিত বসু। বাবা ভেস পেজের সামনে ভারত গৌরব সম্মান গ্রহণ করার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন লিয়েন্ডার। বলছিলেন, “বাবা-ই আমার গুরু। আমার অনুপ্রেরণা। তাঁর সামনে এই সম্মান পাওয়ার অনুভূতি অসাধারণ।” আরও বললেন, “আমার বাবার বয়স এখন ৭৭। আমি যখন ছোট ছিলাম, বাবা তখন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে হকি খেলতেন। মাঝেমধ্যে বাবার সঙ্গে যখন ইস্টবেঙ্গল মাঠে যেতাম, সমর্থকদের উন্মাদনা দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়তাম। আজও একই রকম অনুভূতি হচ্ছে।” যোগ করেন, “খেলাধুলোর প্রতি কলকাতার মানুষের আবেগের কোনও তুলনা নেই। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডার্বির মতোই উত্তেজনা দেখেছি রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা দ্বৈরথে। ইংল্যান্ডে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম সিটি ম্যাচকে কেন্দ্র করে। এই শহরের মানুষের সমর্থন ছাড়া আমি এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না। আমার অলিম্পিক্সের পদক তাই কলকাতার সকলেরই।” এর পরেই ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে হাজির কয়েক হাজার ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের উদ্দেশে লিয়েন্ডারের বার্তা, “আশা করি ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবার আধুনিকীকরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

কর্তব্যরত জিআরএসকে প্রকাশ্যে হত্যার চেষ্টা বেধড়ক মারধর ঘিরে উত্তেজনা বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ আগস্ট।। বিলোনীয়া মহকুমার ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের অন্তগত দক্ষিণ ভারত চন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত জি আর এস রতন নমঃ। পঞ্চায়েতের অন্তগত জয়নগর বাজার সংলগ্ন এলাকায় রেগায় একটি চেনেল (ড্রেন) নির্মানের কাজ শুরু হয় গত ৬ দিন পূর্বে। মঙ্গলবার কাজের সাতদিন অর্থাৎ শেষদিন। আইন অনুযায়ী প্রতিদিন সকাল ৯ টা এবং বেলা ২ টার মধ্যে দুই বেলা অনলাইনে জি ও টেকিং করে ছবি তুলে তা ভারত সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের অ্যাপসে পাঠাতে হয়। আর সেই কাজের দায়িত্বে প্রথম বেলার ছবি তুলে দ্বিতীয় বেলার ছবি তুলে পাঠনোর জন্য ভারত চন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মরত জি আর এস রতন নমঃ জয়নগর কাজের সাইডে গিয়ে শ্রমিকদের নিয়ে অনলাইনে ছবি তোলা য় একদল দুর্বত্ত জি আর এস রতন নমঃকে উদ্দেশ্য করে প্রথমে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। অভিযোগ তিন ব্যাক্তি একটি লম্বা দা নিয়ে বাইকে করে এসে প্রথমে গালি গালাজ করে পরে জি আর এস রতন নমঃ র চশমা খুলে ভেঙ্গে ফেলে' পরে তার হাতের মোবাইল ছিনিয়ে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে ভেঙ্গে দেয়। এক সময় দুর্বৃত্তরা তাকে দা দিয়ে কোপাতে আসলে কাজের মহিলা পুরুষ শ্রমিকরা রতন নমঃকে আগলে ধরে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু দুস্কৃতিরা মহিলাদেরকেও পাত্তা না দিয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে রতন নমঃ কে ছিনিয়ে নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে প্রচন্ড ভাবে আক্রমন করে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। স্থানীয় মানুষ ছুটে এলে দুস্কৃতিরা ঘটনা স্থল ত্যাগ করে। অবশেষে জি আর এস রতন নমঃকে বিলোনীয়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। দক্ষিন ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েতের কর্মরত জি আর এস রতন নমঃ বিস্তিত ঘটনা দক্ষিণ ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত প্রধান উপ প্রধান, ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চ্যায়ারপার্সন এবং ব্লকের বি ডি ও কাবেরী নাথকে জানান। বি ডি ও বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তিত তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে বলে রতন নমঃ কে জানান এদিকে কর্তব্য পালন করে দুস্কৃতিদের হাতে জি আর এস রতন নমঃ আক্রন্ত হওযার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে রেগার কর্মীরা। প্রান ঘাতি আক্রমনের স্বীকার হওয়ার পরেও কেন পঞ্চায়েত বা বি ডি ও কোন মামলা করল না তা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন।এদিকে রতন নম: র পরিবারের পক্ষ থেকে জানা যায় আক্রমন কারী শাসক দলের তিনজন সুরজিৎ দে বুথ সভাপতি, প্রশান্ত দে ও সুকুমার দের বিরংদ্ধে আগামী কাল বিলোনিয়া থানায় মামলা করতে যাচ্ছে বলে জানায় জি আর এস।

দুর্গাবাড়িতে নাগ পঞ্চমীর দিনে মনসা দেবীর কাঠামখিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। সামনেই মনসা পূজা। প্রতিবছর দুর্গা বাড়িতে প্রথা মেনে নাগ পঞ্চমীর দিনে মনসা দেবীর কাঠামখিলি হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রথা অনুযায়ী দুর্গা বাড়িতে মঙ্গলবার শুক্ল পক্ষের নাগ পঞ্চমীর দিনে মনসার দেবীর পুজোর জন্য কাঠামখিলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ থেকেই শুরু হয়েছেমনসা দেবীর মূর্তি তৈরীর কাজ দুর্গা বাড়িতে। আগামী ১৭ ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে দুর্গা বাড়িতে প্রথা এবং রীতিনীতি মেনে মনসা পূজো। এরই প্রস্তুতি চলছে বর্তমানে।

মৃৎশিল্পী অজিত রুদ্রপাল স্বাবলম্বী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। মেধা ও অদম্য ইচ্ছা শক্তিই মানুষকে সাফল্যের সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারে। এধরনেরই এক নজির স্থাপন করলেন রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন নন্দননগরের পালপাড়ার বাসিন্দা অজিত রুদ্র পাল। তিনি পেশায় একজন মৃৎশিল্পী। সরকারি চাকুরী কিংবা কর্মসংস্থানের আশায় জীবন যৌবন পার করে না দিয়ে নিজ উদ্যোগে কর্মজীবন শুরু করলে সাফল্য আসতে বাধ্য। গোটা দেশে বেকারের সংখ্যা যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সরকারের একার পক্ষে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাভাবিক কারণেই সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে প্রত্যেক বেকার যুবক-যুব থেকেই কর্মমুখী হওয়া খুবই জরংরী। অন্যথায় হতাশা নিজেকে গ্রাস করে ফেলবে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন নন্দননগর এর অজিত রুদ্র পাল নামে এক ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করে সফলতার দিকেই এগিয়ে চলেছেন। নন্দননগর পালপাড়ায় গড়ে তুলেছেন মৃৎশিল্পের কারখানা। গত দুবছর আগে থেকেই প্রয়াস শুরং করলেও করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। তবে তিনি নিরাশ হননি। গুটি গুটি পায়ে গত কয়েক মাসের মধ্যেই মৃৎশিল্প কারখানাকে অনেকখানি অগ্রসর করেছেন। এই কারখানায় মাটির থালা গ্লাস চায়ের কাপ সহ নানা সামগ্রী উৎপাদন শুরং করেছেন। বর্তমানে ৮ থেকে ১০ জন শ্রমিক প্রতিদিন এখানে কাজ করছেন। এই উদ্যমী ব্যক্তি জানিয়েছেন তিনি যেভাবে অগ্রসর হতে চাইছেন তা সঠিকভাবে এগিয়ে চললে এই কারখানায় শতাধিক লোকের কর্মসংস্থান করা কঠিন কোন ব্যাপার নয়। তবে এ ব্যাপারে তিনি সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছেন।রাজ্যেও বেকারের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। নিজেকে বেকার মনে করে ঘরে বসে না থেকে যেকোনো সৃজনশীল কাজে এগিয়ে আসলে বেকারত্ব ঘুচানো কঠিন কোন কাজ নয়। নন্দননগরের পালপাড়ার অজিত রংদ্রপাল যেভাবে মৃৎশিল্প কারখানা স্থাপন করে নিজেকে স্বাবলম্বী করেছেন এবং অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে শুরু করেছেন তা অন্যদেরকেও উৎসাহ জোগাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্মৃতি বিদ্যামন্দির বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্মৃতি বিদ্যামন্দির বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম শুরং হয়েছে।এদিন বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

রাজধানীর আগরতলা শহরের কুঞ্জবন এলাকায় অবস্থিত আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রাক প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম বিদ্যার জ্যোতি প্রকল্পের অধীনে শুরং হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদরের এসডিএম অসীম সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন এ উপলক্ষে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিদ্যামন্দিরে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশন করে।

এদিন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকসহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সদরের এসডিএম বলেন রাজ্যের একশতটি স্কুলকে বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।এইসব স্কুলে প্রাথমিক স্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হবে। এর ফলে ছেলেমেয়েদের পঠন পাঠন এর মান উন্নত হবে। এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিদ্যামন্দির দীর্ঘদিন ধরেই সুনামের সঙ্গে শিক্ষাদান করে চলেছে। এরই মধ্যে বিদ্যালয়টিকে বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করায় পঠন-পাঠনের মান আরো উন্নত হবে বলে অভিভাবক সহ সকল স্তরের শিক্ষানুরোগী মহল অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর, আসাম রাইফেল ময়দানে শুরু প্যারেডের মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। ১৫ আগস্ট ৭৫ তম ভারতের স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যে এ বছর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আসাম রাইফেলসে ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে প্যারেডের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

এবছর ভারতের স্বাধীনতা দিবস অমৃত মহোৎসব হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে দেশের সরকার। প্রতিটি বাড়িতে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকে যাতে পতাকা সংগ্রহ করতে পারেন সেজন্যও সরকার ও প্রশাসনের তরফ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি অফিস-আদালত এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সমাজ সেবী সংগঠনের পাশাপাশি এবছর প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও স্বাধীনতা দিবসের রাজ্যভিত্তিক মূল অনুষ্ঠান হবে আগরতলায় আসাম রাইফেল সময় ধানে।

করোনা জনিত কারণে গত দুবছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান তেমন জাঁকজমক পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। এবছর জাঁকজমকপূর্ণভাবে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান পালনের নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবেই আসাম রাইফেলস ময়দানে শুরু হয়েছে নিরাপত্তা কর্মীদের পেরেড প্রশিক্ষণ। পুলিশ, টিএসআর, আসাম রাইফেলস ,সিআরপিএফ সহ অন্যান্য বিভিন্ন বাহিনী স্বাধীনতা দিবসের দিন আসাম রাইফেলস ময়দানে প্রদর্শন করবে। এজন্য আসাম রাইফেলস ময়দানে চলেছে প্রস্তুতি পর্ব।

পিলাকে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ আগস্ট।। বিজেপি দক্ষিণ পিলাক জেলা কমিটির উদ্যোগে-মঙ্গলবার দুপুরে বিলোনীয়া কলেজ স্কোয়ারস্থিত অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে- হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচীকে হাতে নিয়ে- বরিষ্ঠ নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক। বিজেপি জেলা নেতৃত্বেদের উপস্থিতিতে ১৩ ই আগস্ট থেকে ১৫ ই আগস্ট পর্যন্ত প্রত্যেক বাড়িতে তিরঙ্গা উত্তোলনের বিষয় নিয়ে সাংগঠনিক সভা সংগঠিত হয়, উক্ত সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন- ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা তথা দক্ষিণ পিলাক জেলা কমিটির প্রভারি পাপিয়া দত্ত , দক্ষিণ পিলাক জেলা কমিটির সহ সভাপতি রংপক মজুমদার, দক্ষিণ পিলাক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস শান্তিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিলোনীয়া পুর পরিষদের পুরপিতা নিখিল চন্দ্র গোপ সহ জেলা কমিটি ও মন্ডল কমিটির সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

জোলাইবাড়ীতে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে জাল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ আগস্ট।। রাজ্য সরকার চাইছে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতে। রাজ্য সরকারের উদ্দ্যোগে লোকজনদের আর্থিক সাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে প্রতিনিয়ত নানান প্রকল্প লোকজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে মৎস্য দপ্তর। মৎস্য দপ্তরের উদ্দ্যোগে লোকজনদের আর্থিক সাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে মাছের রেনু ও মাছের জাল বিতরণ করা হয়। মঙ্গলবার মৎস্য দপ্তরের উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী ব্লকে মৎস্য দপ্তরের অফিসকক্ষে জোলাইবাড়ী ব্লকের অধীনে ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৯ জন বেনিফিসারী নির্ধাবণ করে মাছ ধরার জাল বিতরণ করা হয়। এরমূল লক্ষ্য রাজ্যে সঠিকভাবে মাছের যোগান দেওয়া। মৎস্যদপ্তরের সার্ভে অনুযায়ী প্রতিবছরে প্রত্যেক পরিবারের মাথাপিছু ৪৫ থেকে ৫০ কেজি মাছের প্রয়োজন। তাই মাছের যোগান মেটাতে মৎস্য দপ্তরের বিশেষ উদ্যোগ। মৎস্য দপ্তরের এই উদ্দ্যোগকে সাফল্যমন্ডীত করতে ও লোকজনদের আর্থিক দিক দিয়ে সাবলম্বী করতে জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি হাত বারিযে. দিয়েছে। আজকের এই প্রকল্পে জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ফান্ড থেকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যায় করা হয়েছে। মৎস্য দপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জোলাইবাড়ী ব্লকের এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট বিকাশ বৈদ্য, শান্তির বাজার মহকুমার মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক ওয়াটসন রিয়াং, মৎস্য দপ্তরের মুহুরীপুর ফিসারী দপ্তরের ইনচার্জ তমাল কান্তি বনিক সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ। মৎস্যদপ্তর থেকে মাছধরার জাল পেয়ে খোবই খুশি বেনিফিসারীরা।

ব্যাটারি চালিত বৈদ্যুতিন জাল দিয়ে মৎস্য শিকার খোয়াই নদীতে, হেলদোল নেই দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ আগস্ট।। অবৈধভাবে ব্যাটারি চালিত মেশিন জালের দ্বারা মৎস্য শিকারের কারণে দিন দিন কমে যাচ্ছে খোয়াই নদীর সু-স্বাদু মাছ। ফলে মাছ ধরে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা জেলেদের জীবিকা নির্বাহ করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। দিবানিদ্রায় আচ্ছন্ন তেলিয়ামুড়া মৎস্য দপ্তর। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া মহকুমার অধীন চাকমাঘাটের খোয়াই নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। খোয়াই নদীর ভাঙ্গন রোধের জন্য তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটে নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে দীর্ঘ বছর পূর্বে। খোয়াই নদীর উপর চাকমাঘাটের এই বাঁধ নির্মাণের কারণে মৎস্য চাষ সহ প্রাকৃতিকভাবে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বেশ উপযোগী বাঁধের দুপাশে খোয়াই নদীর বিশাল এলাকা। আর নদীর মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন করছে চাকমাঘাট এলাকার শত শত পরিবার। কিন্তু ইদানিংকালে মাছ ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা তাদের পক্ষে দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ একটাই, অধিক মাছ পাওয়ার আশায় একাংশের লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যাটারি চালিত মেশিন জালের দ্বারা মৎস্য শিকারের কারণে। আর এই ব্যাটারি চালিত মেশিন জালের দ্বারা মৎস্য শিকারের কারণে দিন দিন কমে যাচ্ছে খোয়াই নদীর মাছ। এমনটাই আক্ষেপের সুরে অভিযোগ করে জানায় স্থানীয় জেলেরা। এ বিষয়ে চাকমাঘাট এলাকার স্থানীয় এক জেলে অভিযোগ করে জানান, উনার পিতাও খোয়াই নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। পরবর্তীতে উনিও এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হন এবং এই মাছ ধরেই উনি উনার পরিবার প্রতিপালন করছেন। কিন্তু অতীতের তুলনায় বর্তমানে খোয়াই নদীর মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে এই ব্যাটারি চালিত মেশিন জালের দ্বারা মৎস্য শিকারের ফলে। তিনি এও জানান বর্তমানে মাছ ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা তাদের পক্ষে দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, এই ব্যাটারি চালিত মেশিন জালের দ্বারা মৎস্য শিকারের ফলে নদীতে থাকা ছোট আকারের (পোনা) মাছগুলি ব্যাটারির ইলেকট্রিক শর্টের কারণে মরে যাওয়ায় দিন দিন কমে যাচ্ছে খোয়াই নদীর মাছ। যদিও, এই ব্যাটারি চালিত মেশিন জালের দ্বারা মৎস্য শিক্ষার সম্পূর্ণ অবৈধ। তারপরেও একাংশ অধিক মাছ পাওয়ার আশায় লুকিয়ে লুকিয়ে এই অবৈধ ব্যাটারি চালিত মেশিন জালের দ্বারা মৎস্য শিকার করছে বলে অভিযোগ। কিন্তু এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া মৎস্য দপ্তরের কোন হেলদোল নেই। এ প্রসঙ্গে তেলিয়ামুড়া মৎস্য দপ্তরের সুপারিটেনডেন্ট বিভাস বিশ্বাস জানিয়েছেন, মৎস্য দপ্তরের নিকট লিখিত বা মৌখিক ভাবে কোন প্রকার অভিযোগ আসেনি। যদি এরকম কোন অভিযোগ আসে তাহলে অবশ্যই পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মৎস্য দপ্তর। যদিও তিনি জানিয়েছেন মানুষজনের মধ্যে এখনো সচেতনতার অভাব রয়ে গেছে। সেই কারণে এলাকায় এলাকায় সুবিধাভোগীদের মধ্যে মাছের পোনা বিতরণ করে তাদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে সচেতন করার চেষ্টা করছে মৎস্য দপ্তর।

খোয়াই নদীতে এই অবৈধ ব্যাটারি চালিত মেশিন জালের দ্বারা মৎস্য শিকারের বিরুদ্ধে কোনরকম পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় খোয়াই নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা চাকমাঘাট এলাকার স্থানীয় জেলেদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। এখন এটাই দেখার বিষয় চাকমাঘাট এলাকার স্থানীয় জেলেদের এই অভিযোগের পর কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তেলিয়ামুড়া মৎস্য দপ্তর।

তেলিয়ামুড়া টিকিট কাউন্টার বন্ধ, হয়রানির শিকার যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ আগস্ট।। রেল স্টেশনের ইউ.টি.এস কাউন্টার তথা টিকিট কাউন্টার আট দশ দিন যাবত বন্ধ। ফলে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনে।

জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া মহকুমার ত্রিশাবাড়ী স্থিত তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনের উপর নির্ভর করে তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর খোয়াই, তৈদু, অম্পি, বড়মুড়া এলাকার মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে পাড়ি দেন। আজ থেকে ৮-১০ দিন পূর্বে তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনের ইউ.টি.এস তথা টিকেট কাউন্টারের মেশিনটি বিকল হয়ে পরে রয়েছে। ফলে যাত্রীরা দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। জানা গেছে, ৮-১০ দিন পূর্বে আচমকাই যাত্রীদের মধ্যে টিকেট প্রদান করতে গিয়ে মেশিনটি বিকল হয়ে পরেছিল। এরপর ভারতীয় রেল দপ্তর থেকে এই বিকল মেশিনটি সাড়াইয়ের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি এখন পর্যন্ত। আর তার ফলেই দেখাতে যাত্রীদের মধ্যে চরম দুর্ভোগ। জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার যাত্রীদের জানিয়ে দেয়, টিকেট ছাড়াই রেলে যাত্রা করা যাবে। টি.টি কে আগরতলা বাবদ ১০ টাকা দিলেই চলবে। তবে তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনের টিকিট মেশিনটি কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।

শান্তিরবাজার থানায় ওসির উপস্থিতিতে যান চালকদের নিয়ে প্রয়াস অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ আগস্ট।। রাজ্যে প্রতিনিয়ত নানান জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এরমধ্যে যান চালকদের অসবাধনতার জন্য ঘটে যাচ্ছে বড়সড় দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাতে হচ্ছে লোকজনদের। এই যান দুর্ঘটনা কমানোর জন্য মঙ্গলবার শান্তির বাজার থানায় ওসি বিশ্বজিৎ দের্বমার উপস্থিতিতে শান্তির বাজারের যান চালকদের নিয়ে হয় প্রয়াস অনুষ্ঠান।

আজকের এই আলোচনায় কিভাবে দুর্ঘটনা কমানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যান চালকদের যান চলাচলের ক্ষেত্রে অতিরংক্ত যাত্রী বহন না করার জন্য বিশেষ আহ্বান জানানো হয়। অপরদিকে যান বাহন চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা না বলার জন্য ও সর্বদা সিট বেল্ট পরিধান করার জন্য জানানো হয়। প্রত্যেক যান চালক ঘর থেকে বের হবার সময় নিজ নিজ যানবাহন সঠিকভাবে দেখার জন্য জানানো হয়। যাতে করে যান বাহনের ব্রেক ঠিক রয়েছে কিনা বা যানবাহনে কোনোপ্রকারের যান্ত্রিক গলযোগ রয়েছে কিনা তা বুঝা যাবে। এতেকরে যানবাহনকে মাঝ রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পরতে হবেনা। আজকের এই আলোচনা সভায় ওসি বিশ্বজিৎ দেবর্বমা যান চালকদের দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত যান চালকরা মনযোগ সহকারে ওসির বক্ত্যব্য শুনেন ও আগামীদিনে সমস্ত প্রকারের ট্রাফিক বিধি মেনে চলে যান বাহন চালাবেন বলে জানান।

শ্রমমন্ত্রীকে ডেপুটেশন সেলুন কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। ত্রিপুরা রাজ্য সেলুন কর্মী সমিতির এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার দপ্তরের মন্ত্রী ভগবান দাসর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি সনদ পেশ করেছেন। করোণা পরিস্থিতির সহ নানা সমস্যার কারণে সেলুন কর্মীরা আর্থিক দিক দিয়ে জটিল সমস্যার সম্মুখীন। রংটি রোজি নিয়ে তারা সংকটের মুখোমুখি।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্য সেলুন কর্মী সমিতির এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার বিএমএস নেতা বিপ্লব করের নেতৃত্বে শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী ভগবান দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের দাবী সনদ পেশ করেন। দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ৫৫ বছরের উর্ধব বয়স্ক সেলুন কর্মীদের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা, সেলুন কর্মীদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা, সমস্ত সেলুনকর্মীদের আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান প্রভৃতি। শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী তাদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

এনএইচএম এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। এই প্রথমবারের মতন এনএইচএম ত্রিপুরা প্যালিয়েটিভ কেয়ার এর মাধ্যমে দুরারোগ্য রোগের জন্য ডাক্তারদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এদিন এন এইচ এম- এর অফিসে ভিডিও কনফারেন্স হলে হয়েছে অনুষ্ঠানটি। উপস্থিত ছিলেন এন এইচ এম - এর এমডি শুভাশিস দাস ও প্যালিয়েটিভ কেয়ারের দায়িত্বে থাকা ডক্টর অরূপ রায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবির্ভাবের ফলে বেশিরভাগ সংক্রমণই আজকাল নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক ডায়াবেটিস ইত্যাদির মতো অসংক্রামক রোগ ও এইচআইভি/এইডস, লিভারের সিরোসিস বা দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসার পরে নিরাময়ের হার খুবই হতাশাজনক। এছাড়াও রোগগুলি ভাল নিয়ন্ত্রণের পরেও রোগীরা ব্যথা, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদির কারণে ভুগতে থাকেন। এই বিষয়টি মাথায় রেখে জিওআই এন এইচএম-এর অধীনে এনপিপিসি (ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ প্যালিয়েটিভ কেয়ার) প্রোগ্রাম চালু করেছে।

এই প্রোগ্রামটি এমন রোগীদের যত্ন নেয় যাদের সহায়ক যত্নের প্রয়োজন হয় এমনকি তারা বাড়িতে আবদ্ধ বা বিছানায় থাকা অবস্থায়ও। কিন্তু এই ধরনের যত্নের জন্য উন্নত এবং দক্ষ কৌশল প্রয়োজন। বর্তমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ত্রিপুরার এন এইচ এম -এর নির্দেশনায় ব্যবহারিক উপায়ে দক্ষতা উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। ইকো ইন্ডিয়া এর সমর্থনে ভার্চুয়াল উপায়ে প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হবে। জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষকরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন। এনএইচএম যেমন সব কঠিন পরিস্থিতিতে এই উদ্যোগ নিচ্ছে তেমনি এনএইচএম ত্রিপুরাও প্রশিক্ষণের জন্য পূর্ণ সহায়তা করছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।